বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 04 Vol »066 »28 Ograhyon 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৪ অংক » ০৬৬ » «২৮শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০»

মধ্যপ্রদেশে প্রকাশ্যে মাছ, মাংস, ডিম বিক্রি বন্ধ

ভোপাল ঃ মধ্যপ্রদেশে প্রকাশ্যে মাছ, মাংস, ডিম বিক্রি করা যাবে না। ধর্মস্থান ও অন্যত্র অনুমোদিত সীমা ও সময়ের বাইরে মাইক বাজানোও নিষিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশে নতুন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাজ্যে আর প্রকাশ্যে মাছ, মাংস, ডিম বিক্রি করা যাবে না। প্রকাশ্যে ও ধর্মীয় স্থানে নির্ধারিত সীমার বাইরে লাউডস্পিকার বাজানো যাবে না। জানানো হয়েছে, মধ্যপ্রদেশ নয়েস কন্ট্রোল আইন ও নয়েস পলিউশন নিয়ম অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর বর্তমান খাদ্যসুরক্ষা নিয়মাবলী মেনে প্রকাশ্যে মাছ, মাংস, ডিম বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোহন যাদব সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ''আগে মানুষকে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানানো হবে। তারপর তা রূপায়ণ করা হবে।'' রাজ্যের খাদ্য দপ্তর, পুলিশ ও পুরসভাগুলি আগামী ১৫ থেকে ২৫ ডিসেম্বর মাংস, মাছ ও ডিম বিক্রি নিয়ে প্রচার চালাবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''যারা অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাবেন, তাদের মধ্যপ্রদেশ সরকার স্বাগত জানাবে।''

বাজার দর
SENSEX : 70514.20 +929.60
NIFTY : 21182.70 +256.36

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	10.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 17.04 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 06.22 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোপন তথ্য ফাঁসের জন্য ইমরান খান অভিযুক্ত

রাওয়ালপিন্ডি ঃ বুধবার পাকিস্তানের একটি বিশেষ আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ক্ষমতায় থাকার সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোপন তথ্য প্রকাশ করার একটি নজিরবিহীন ও বিতর্কিত অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এই অভিযোগের কারণে কারাবন্দি এই জনপ্রিয় নেতার জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার এবং ক্ষমতায় ফিরে যাওয়ার সুযোগে নতুন করে আঘাত লাগলো। পাকিস্তানে ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবার কথা। এই অভিযোগের অপর আসামি হচ্ছেন শাহ মোহাম্মদ কোরেশি, যিনি একজন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ঘটনায় তাঁর কথিত ভূমিকার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়। এই আইনি কার্যক্রমের সময় বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি । তবে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু স্থানীয় সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি আইনজীবি শাহ খাওয়ার রয়টার্সকে বলেন, আদালত কক্ষে এই সব অভিযোগ জোরে পড়ে শোনানো হয়। তিনি আরও বলেন খান ও কোরেশি উভয়ই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন। খানের আইনজীবি, ব্যারিস্টার গওহর খান এই অভিযোগের বিরোধীতা করেন। শুনানির পর তিনি সংবাদদাতাদের বলেন , কোন অভিযোগ আমাদের সামনে গঠন করা হয়নি এবং অভিযুক্তরা তাতে স্বাক্ষরও করেননি। ঐ আইনজীবি আরও অভিযোগ করেন যে বিচার কাজটি খুব দ্রুত পরিচালনা করা হয় এবং তাতে কোন স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা ছিল না। তিনি বলেন, বিচার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, আর যখনই তা দ্রুতগতিতে করা হয় , তখনই তা বিটর্যস্ত হয়। বিবাদি পক্ষের উকিল দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে এই বিচার খোলাখুলি হচ্ছে না এবং অধিকাংশ বিদেশি ও স্থানীয় সংবাদ প্রতিবেদককে আদালতের এই কার্যক্রম শুনতে দেয়া হয়নি যা কীনা আইনের লংঘন। তিনি বলেন, কাউকে রাজনৈতিক ভাবে হয়রানি করার জন্য, পাকিস্তানের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে । যথেষ্ট হয়েছে। এটা বন্ধ হতেই হবে। রুদ্ধ দ্বার বিচার কার্যক্রমে একই অভিযোগে প্রথমে অক্টোবর মাসে খান ও কোরেশিকে অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু উচ্চতর আদালত এই প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয় এবং কর্তৃপক্ষকে খোলা বিচার নিশ্চিত করতে ও পরিবারের সদস্য ও সংবাদদাতাদের সেখানে থাকার অনুমতি দেয়ার কথা বলেন। তবে সরকার বলছে নিরাপত্তার কারণে এবারও বিচার প্রক্রিয়া রাজধানী ইসলামাবাদের কারাগারের ভেতরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হলে তার শাস্তি হবে সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদন্ড কিংবা মৃত্যুদন্ড। এই মামলার উৎপত্তি একটি গোপন তারবার্তা থেকে যাকে অভ্যন্তরীণ ভাবে সাইফার বলা হচ্ছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এই তারবার্তাটি ইসলামাবাদে পাঠান।

বাইডেনের 'ইমপিচমেন্ট তদন্তে'র পক্ষে ভোট মার্কিন কংগ্রেসে

নিউইয়র্ক ঃ অ্যামেরিকার হাউস অফ রিপ্রেসেনটেটিভে জো বাইডেনের ইমপিচমেন্ট তদন্তের পক্ষে ভোট। পাল্টা বিবৃতি প্রেসিডেন্টের।

বাইডেন তার ছেলের ব্যবসায় অবৈধ এবং বিতর্কিতভাবে যুক্ত। এই অভিযোগে বাইডেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্তের প্রস্তাব আনা হলো মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেসেনটেটিভে। বুধবার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ২২১টি। বিপক্ষে ২১২টি। বোঝাই যাচ্ছে, রিপাবলিকানদের দখলে থাকা হাউস অফ রিপ্রেসেনটেটিভে সমস্ত রিপাবলিকান প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ডেমোক্র্যাটেরা সমকলেই বিরোধিতা করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলের নাম হান্টার। তার ব্যবসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা প্রশ্ন উঠছে। বিতর্কিত সেই ব্যবসায় বাইডেনও যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে বাইডেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা উচিত এমন দাবি উঠেছে। হাউসের সাবেক স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি গত ১২ সেপ্টেম্বর বাইডেনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হোয়াইট হাউস অবশ্য তা বাতিল করে দিয়েছিল। এদিনের ভোটের পর বাইডেন হোয়াইট হাউস থেকে একটি বিবৃতি জারি করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে একাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তদন্তে স্পষ্ট বাইডেন তার বর্তমান অফিসে এমনকী, ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনও কখনো কোনো ঘুস নেননি। রিপাবলিকানরা অবশ্য এসব শুনতে নারাজ। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, তারা কোনোভাবেই বাইডেনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন না। রিপাবলিকানরা হাউস অফ রিপ্রেসেনটেটিভে বাইডেনকে ইমপিচ করার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সেনেটে দুই তৃতীয়াংশ ভোট তাদের পেতে হবে। কিন্তু সেনেটে তাদের সেই ক্ষমতা নেই। ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, ডনাল্ড ট্রাম্পের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের বদলা নিতেই বাইডেনের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে।

মিয়ানমারের 'স্বৈরাচার' অবসানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে বিদ্রোহী জোট

নেপিদো ঃ বুধবার মিয়ানমারে জাতিগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর একটি জোট দেশটির 'স্বৈরাচার'কে পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। ক্ষমতাসীন সেনাবাহিনী জানিয়েছিল, তারা চীনের মধ্যস্থতায় বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনা করেছে। এই সংবাদের কয়েকদিন পরে বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করলো। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স মিয়ানমারের উত্তরে চীনের সাথে সীমান্তের কাছে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে সমন্বিতভাবে আক্রমণ শুরু করার পর গত ছয় সপ্তাহে সেই লড়াই তীব্র হয়েছে। হামলাটি গণতন্ত্রপন্থী মিলিশিয়াদের অন্য অঞ্চলে একই প্রকার আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছে। এই যুদ্ধ ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর যুদ্ধক্ষেত্রে জান্তার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। আলোচনার উল্লেখ না করে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স'এর পোস্টে জানিয়েছে, উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও সময় এবং ক্রমাগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সোমবার সেনাবাহিনী বলে, তারা বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং সংঘাতের অন্যান্য পক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং এই মাসের শেষের দিকে আরেক দফা আলোচনা হবে। বিস্তারিত আর কোনো বিবরণ দেয়া হয়নি। মন্তব্যে জানার জন্য রয়টার্স বারবার অনুরোধ করলেও জোটভুক্ত তিনটি দল সে অনুরোধে সাড়া দেয়নি। মঙ্গলবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, মিয়ানমারে সংঘাতের পক্ষগুলোকে শান্তি আলোচনা করতে দেখে তারা আনন্দিত এবং তারা আরও সমর্থন দিতে ইচ্ছুক। বুধবার বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং জান্তার মন্তব্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। মূলত শান রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধ হচ্ছে। এই যুদ্ধ চীনের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ২৭ অক্টোবর বিদ্রোহীদের আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে আনুমানিক তিন লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘ আরও জানায়, অভ্যুত্থানের পর থেকে বিশ লাখের বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

'অত্যাচারের প্রতিবাদে' লোকসভায় গ্যাস ক্যানিস্টার হাতে লাফিয়ে পড়লেন দুই তরুণ

নয়া দিল্লি ঃ ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে হামলা চালিয়েছিল সশস্ত্র জঙ্গিরা। বুধবার ১৩ ডিসেম্বর সেই ঘটনার ২২ বছর পূর্তির দিন লোকসভার ভিজিটরস গ্যালারি বা দর্শকাসন থেকে দুটি ক্যানিস্টার নিয়ে সংসদ সদস্যদের বেঞ্চের দিকে ঝাঁপ দিলেন দুই যুবক। তারপর তারা ক্যানিস্টার খুলে দেন লোকসভার মধ্যেই, যা থেকে ধোঁয়া বা গ্যাস বেরোতে থাকে। একই সময় সংসদ ভবনের বাইরে এক তরুণ ও তরুণীর হাতে দেখা যায় ক্যানিস্টার। ইতস্ততভাবে ঘুরতে দেখে তাদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ।

ভারতের লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সম্পূর্ণ ভর্তি সংসদ ভবনে বুধবার ১৩ ডিসেম্বর দর্শকাসন থেকে ঝাঁপ দিলেন ২ জন ব্যক্তি।

নিজেদের জুতো থেকে কোনও এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক স্প্রে করে চারদিক ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়ে তারা ঝাঁপ দেন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে এদিন দুপুর ২টো পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হয় সংসদের অধিবেশন।

বুধবার ভারতীয় সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। সংসদ ভবনের বাইরেও এদিন একই রকমের ঘটনা ঘটিয়েছেন কয়েক জন। এদের কারওর উদ্দেশ্যই এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। 'তানাশাহি নেহি চলেগা' স্লোগান দিতে দিতে ঝাঁপ দেন লোকসভার দর্শকাসন থেকে ওই ২ জন। এই স্লোগানের অর্থ, স্বৈরতন্ত্র চলবে না।

এদিন পুলিশ যে ৬ জনকে হেফাজতে নিয়েছে তাদের মধ্যে একজনের নাম সাগর শর্মা। আর একজন মনোরঞ্জন। বাকিদের মধ্যে দুজন এমন এবং নীলম যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও জঙ্গি সংগঠন রয়েছে কিনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গ্রেফতারের পর নিজেকে 'দেশের সাধারণ নাগরিক' হিসেবে দাবি করে গ্রেফতার হওয়া তরুণী জানিয়েছেন, তারা কোনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন।

তরুণী বলেন, আমার নাম নীলম। আমি ভারতের সাধারণ নাগরিক। নিজেদের অধিকারের কথা বলতে গেলে লাঠিচার্জ করা হয়, জেলে ঢুকিয়ে অত্যাচার চালানো হয়। এরই প্রতিবাদ জানাতে আমরা এসেছিলাম। সংসদে ভবনে হামলার জবাবে নীলম জানান, আমরা শিক্ষিত বেকার। আমাদের চাকরির কথা বলতে গেলে পুলিশ দিয়ে কণ্ঠরোধ করা হয়। এই অপশাসন বন্ধ হোক। এটা জানাতেই এভাবে এসেছি।

নীলম কোন রাজ্যের বাসিন্দা তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, নীলম মহীশূরের বাসিন্দা হতে পারেন। কারণ, লোকসভার ভেতরে দর্শকাসন থেকে ঝাঁপ দেওয়া দুই যুবকের বাড়ি মহীশূরে। বিজেপির মহীশূরের সাংসদ প্রতাপ সিনহার অফিস থেকে ইস্যু করা হয়েছিল তাদের ভিজিটরস পাস। পুরনো সংসদ ভবনের পরিবর্তে ভারতের নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার। তা ভেদ করে, সেখানে দু'জন যুবক ক্যানিস্টার নিয়ে কীভাবে ঢুকে পড়লেন তা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।

সংঘাত ওয়েস্ট ব্যাংক এবং ফিলিস্তিনের অনেকেই মনে করেন, এখান থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে হামাস

গাজা অভিযান বন্ধ হওয়ার প্রশ্নই নেই ঃ নেতানিয়াহু

ওয়াশিংটন (এজেন্সী)ঃ জাতিসংঘের চাপের মুখে নতি স্বীকার করলেন না নেতানিয়াহু। জার্মানি ও অ্যামেরিকা ইসরায়েলের পাশে।

আপাতত গাজা অভিযান বন্ধ হচ্ছে না। যুদ্ধবিরতির প্রশ্নই নেই। কূটনৈতিক চাপ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণহানি কোনোকিছুই ইসরায়েলকে সংঘাত থেকে দূরে সরাবে না, জানিয়ে দিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। বস্তুত, মঙ্গলবারই জাতিসংঘেরসাধারণ সভা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইসরায়েল তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না। হামাসকে খতম না করে এ লড়াই থামবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে বৃহস্পতিবারই ইসরায়েল যাচ্ছেন অ্যামেরিকা এবং জার্মান প্রতিনিধি। অ্যামেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান বৃহস্পতিবার জেরুজালেম পৌঁছাবেন। অন্যদিকে বাভারিয়ার প্রধান মারকুস সোদার ইসরায়েলে পৌঁছে গেছেন। সোদার বিমানে ওঠার আগে জানিয়েছেন, তিনি ইসরায়েলকে সমর্থন করেন। কারণ ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। ৭ অক্টোবর যা ঘটেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েল এই পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যদিকে, গাজার সাধারণ মানুষের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছেন, সেখানেও সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, যা অনভিপ্রেত। কিন্তু কিন্তু ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করবেন বাভারিয়ার প্রধান।

সম্প্রতি একটি ওপিনিয়ন পোলের আয়োজন করা হয়েছিল। ফিলিস্তিন এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে এই ভোটের আয়োজন হয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে, যে ওয়েস্ট ব্যাংকে হামাসের কার্যত কোনো সমর্থন ছিল না, সেখানে হামাসের গ্রহণযোগ্যতা কয়েকগুণ বেড়েছে। ওয়েস্ট ব্যাংকের ৪২ শতাংশ মানুষ ফিলিস্তিনিয়ান সেংটার ফর পলিসি অ্যান্ড সার্ভে রিসার্চকে জানিয়েছেন তারা হামাসকে সমর্থন করছেন। যেখানে মাত্র তিন মাস আগেও ওয়েস্ট ব্যাংকের মাত্র ১২ শতাংশ মানুষের সমর্থন হামাসের সঙ্গে ছিল।

ওয়েস্ট ব্যাংক এবং ফিলিস্তিনের অনেকেই মনে করেন, এখান থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে হামাস। তারাই গাজা পরিচালনা করবে। ইসরায়েল ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারবে না। ১০ জনের মধ্যে একজনেরও কম বলেছেন, ৭ অক্টোবর হামাস যুদ্ধাপরাধ করেছে। ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা এবং বহু মানুষকে বন্দি করে আনা অন্যায় হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে লড়াই শেষ হওয়ার আগে রাজনৈতিক সমাধানসূত্রে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। কারণ অ্যামেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওই সমাধানসূত্রে ফিলিস্তিনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও হামাসের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। কারণ হামাসকে তারা জঙ্গি সংগঠন বলে মনে করে। কিন্তু বুধবারও হামাসের প্রধান ইসমায়েল হানিয়ে জানিয়েছেন, ফিলিস্তিন আলোচনায় হামাসকে বাদ দিলে তারা তা মেনে নেবে না।

ইসলামপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির কিষাণ মোর্চা

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছে বিজেপির কিষাণ মোর্চা। কলকাতায় রাজ্য পুলিশের কৃষকদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে।কৃষকদের কাছ থেকে কাঠ মানি নেওয়ার অভিযোগ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিজেপির কিষান মোর্চার বিক্ষোভ উপস্থিত রয়েছেন জেলা বিজেপি সভাপতি বাসুদেব সরকার সহ বিজেপির কিষান মোর্চার একাধিক কর্মী সমর্থকরা।

কুয়াশার চাদরে মোরা গোটা জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি ঃসাত সকালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক পাহাড়পুর বালাপাড়ার কাছে মোটরবাইক নিয়ে যাবার পথে আজ ভোর নাগাদ দুর্ঘটনা কবরে পড়লে মৃত্যু যুবকের। ঘটনাস্থলে দমকল এবং কোতোয়ালি থানা ও ট্রাফিক পুলিশ পৌঁছে আহত যুবককে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। মৃত যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ নাম ঠিকানা জানার চেষ্টা কর চালাচ্ছে। কর্তব্যরত দমকল কর্মী উত্তম দাস জানান দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এসেছি, আমরা রাস্তা পরিষ্কার করে দিলাম। পুরো ঘটনা তদন্তে কোতোয়ালি পুলিশ।

ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে একটি অভিনব বিক্ষোভ মিছিল

কলকাতা ঃ ১১ ডিসেম্বর ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে একটি অভিনব বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয় যেটি স্থান হয় মুলা আলী রামলীলা পার্ক থেকে শুরু হয় এবং ধর্মতলার গান্ধী মূর্তি পাদদেশে এসে শেষ হয় এই অভিনব বিক্ষোভ মিছিলে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন হাতেঝাঁটা নিয়ে এবং এই মিছিলের মূল দাবি হয় মদ ঘুষ সুদ লটারি মুক্ত করতে হবে বাংলাকে। আমাদের বাংলাকে পরিষ্কার করতে হবে। স্বচ্ছ করতে হবে সমাজকে পরিষ্কার করতে হবে সমাজ দূষিত করছে মদ ঘুষ সুদ লটারি ব্যবসায়ীরা

কলকাতা পুরসভায় প্রোজেক্ট এর অগ্রগতি জলপথে সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন মেয়র

কলকাতা ঃ খিদিরপুর দই ঘাট থেকে সোনারপুর পর্যন্ত সাড়ে ১৫ কিলোমিটার টালি নালার দুপাশে ড্রেজিং এবং অন্যান্য সংস্কারের ৩২ কোটি টাকার কলকাতা পুরসভায় প্রোজেক্ট এর অগ্রগতি জলপথে সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন মেয়র। মেয়রের আক্ষেপ, মানুষ সচেতন নন। তাই আগের বার ফাঁকা দেখে আসা অনেক নতুন এলাকা জবরদখল হয়ে গেছে। মানুষের টালি নালা কে ভ্যাট হিসেবে ব্যবহার করার খারাপ অভ্যাস তৈরি হচ্ছে। সিঙ্গাপুরে এরকম একটা পরিত্যক্ত নোংরা খাল ছিল। এখন তার চেহারা দেখে অবাক হতে হয়। টালি নালাকেও একদিন এরকম চেহারায় দেখতে চান মেয়র। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে চেতলা থেকে কুদঘাট পর্যন্ত সংস্কারের কাজ শেষ হবে। তারপর সেখান থেকে সোনারপুর পর্যন্ত পলি তোলা এবং অন্যান্য সংস্কারের কাজ শুরু হবে। পুরো কাজ শেষ হলে এই গোটা ১৫ দশমিক ৫ কিলোমিটার এলাকায় দুদিকেই ফেন্সিং দেবে পুরসভা।

শহর কলকাতাতেও আয়কর দফতরের অভিযান

কলকাতাঃপ্রাক্তন IFA সেক্রেটারি, উৎপল গাঙ্গুলির বাড়িতে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় ইনকাম তক্স্থ এর আধিকারিকেরা হানা দেন। তল্লাশি অভিযান ইতিমধ্যে শুরু করেছেন তাঁর বাড়িতে IT আধিকারিকেরা। মূলত, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৈদেশিক মদ প্রস্তুতকারী কিছু সংস্থায় আয়কর দপ্তর হানা দিয়েছেন এবং তল্লাশি অভিযান করছেন। এরই মাঝে কলকাতায় আজ উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে আয়কর আধিকারিকরা। সূত্র মারফত যেটা জানা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে মূলত যেটা অভিযোগ রয়েছে, তিনিও বৈদেশিক মত প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এবং আয়ের সঙ্গে ব্যয় বহির্ভূত সম্পর্কের জন্যই তার বাড়িতে আয়কর দফতরের হানা।

প্রসঙ্গত ঝাড়খণ্ডের ছটি জায়গায় এবং উড়িষ্যার দুটি জায়গা মিলিয়ে মোট আটটি জায়গায় আইটির তল্লাশি অভিযান চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝাড়খন্ড এ কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদের বাড়ি ও অফিস থেকে প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি (৩৫১ কোটি) এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করেছেন it তদন্তকারী আধিকারিকরা এখনো পর্যন্ত টাকা গোনার কাজ চলছে।

তিনদিন লুকোচুরির পর নিজের ডেরায় ফিরল দক্ষিনরায়

সুদেষ্ণা মন্ডল , কুলতলি ঃ টানা তিন দিন ধরে লুকোচুরির অবসান ঘটিয়ে স্বইচ্ছায় জঙ্গলে ফিরল দক্ষিণ রায়। গত শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের গৌড়ের চক এলাকায় নদীর তীরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা। এরপর খবর দেওয়া হয় বনবিভাগে । বনকর্মীরা প্রথম থেকে বাঘটিকে ধরার জন্য ওই এলাকা জাল দিয়েই ঘিরে ফেলেন। ছাগলের টোপ দিয়ে পাতা হয় খাঁচাও । কিন্তু তাতে কোনো রকম সাড়া দেয়নি সুন্দরবনের রাজা । টানা তিনদিন ধরে লুকোচুরি খেলার পর সোমবার স্থানীয় বুদ্ধির খালে সাঁতার কেটে আজমমারি জঙ্গলে ফিরে যেতে দেখা যায় তাকে। বাঘ সাঁতার কাটতে দেখে এলাকাবাসীরা ও বন বিভাগের কর্মীরা বোমা ফাটিয়ে ও বাঁশ দিয়ে তাড়া করে। এরপর বাঘটি নিরাপদে সাঁতার কেটে স্বমহিমায় নিজের ডেরায় ফিরে যায়। এবিষয়ে এক গ্রামবাসী বলেন তিনদিন বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে ছিল গোটা গ্রামের বাসিন্দারা । অবশেষে আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেল সকলে । বাঘটি নিরাপদে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে। তিনদিন ধরে সকলের পরিশ্রম সফল হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বনবিভাগের মুখ্য আধিকারিক (ডি এফ ও) মিলন কান্তি মন্ডল বলেন, গত শনিবার কুলতলির ভুবনেশ্বরী গৌড়ের চকে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর খবর দেওয়া হয় বন বিভাগে । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা । বাঘের পায়ের ছাপ দেখে অনুমান করা হয় বাঘটি জঙ্গলে ফিরে যায়নি , এলাকায় রয়েছে। এরপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাইকিং এর মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয় ।এর পাশাপাশি গোটা এলাকা জাল দিয়ে নিরাপত্তার স্বার্থে ঘিরে ফেলা হয় । রবিবার নজরে আসে গৌড়ের চক এলাকায় জালের বেশ কিছুটা অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে এবং কামড়ের দাগ রয়েছে। এরপর সুনিশ্চিত হয় সকলে যে গ্রাম লাগোয়া ওই ছোট জঙ্গলের মধ্যে বাঘ রয়েছে। এরপর নদীর পাড়ে ছাগলের টোপ দিয়ে পাতা হয় খাঁচা । কিন্তু ভোর রাত পর্যন্ত কোনো সাড়া শব্দ মেলেনা । সোমবার সকালে বনকর্মীরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান খাল সাঁতরে আজমমারির জঙ্গলে নিজের ডেরায় ফিরে যাচ্ছে দক্ষিণ রায় । এরপর বন বিভাগের কর্মীরা বাঘটিকে ভয় দেখানোর জন্য বোমা ফাটান । বোমার শব্দে সে আরো তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ফিরে যায়। এরপর বিপদ মুক্ত হয় গোটা গ্রাম। আতঙ্কের অবসান ঘটে তিনদিন পর।

জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ স্থানীয় জমি মালিকেরা

আসানসোলঃ আসানসোল পূরনিগমের ৫৭ নং ওয়ার্ডে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ স্থানীয় জমি মালিকেরা। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে রবিবার আসানসোল পুরনিগমের ফতেপুর অঞ্চলে স্থানীয় কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। যেখানে তারা জানান, তাদের নিজেদের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিজেদের জমি বিক্রি বা নিজেদের পরিস্থিতি অনুসারে বাড়ি তৈরী করতে গেলেই তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়ারা এসে বাধা দিচ্ছে। পাশাপাশি নিজের জমিতে সীমানা প্রাচীর সহ কোনো কাজ করতে গেলেই তারা ধেমোমেন অঞ্চলে থাকা তৃণমূল কাউন্সিলার তথা বোরো চেয়ারম্যান সঞ্জয় নোনিয়ার কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করতে বলছে। সেখানে দেখা করলে জমির কাগজপত্র দেখাতে বলা হচ্ছে। এরপর নিজেদের ইচ্ছে মত জমির দাম নির্ধারণ করে তাদের পছন্দমত লোকদের জমি বিক্রি করার চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়। এরপরেও কেও বাড়ি করতে চাইলে সেই বাড়ির জন্যে বালি সিমেন্ট পাথর লোহা ইঁট ওই ব্যক্তি তথা সিণ্ডিকেটের কাছ থেকে কেনার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের কথার অবাধ্য হলে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তারা বাধ্য হয়েই নাগরিক মোর্চা তথা স্থানীয়দের নিয়ে এক কমিটি গড়ে তুলতে এই বৈঠকের আয়োজন করেছেন। তারা চাইছেন, তাদের নিজেদের জমি যেন নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে বিক্রি সহ সংস্কার সাধন ঘটাতে পারেন। প্রয়োজনে নিজেদের জমিতে যেন বাড়ি তৈরী করতে পারেন। তবে একইসাথে স্থানীয়রা নিজেদের অঞ্চলে পুরনিগমের পরিষেবা হিসাবে পানীয় জল নিকাশি ব্যবস্থা ও পথবাতির কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে স্থানীয় কাউনসিলার বলেন, স্থানীয়দের আহ্বানে এই মঞ্চে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। স্থানীয়দের উপস্থিতিতে জমি মাফিয়াদের রাশ টানতে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। একই সাথে তিনি বলেন, এলাকায় নাগরিক পরিষেবা দিতে তিনি সচেষ্ট। তবে সব কাজ একসাথে করা সম্ভব নয়। এলাকার প্রয়োজন হিসাবে তিনি পুরনিগমে দাবি জানিয়ে একাধিক চিঠি প্রেরণ কলেজেন।

জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী

জলপাইগুড়ি। আলিপুরদুয়ারের কর্মসূচি সেরে রবিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এদিন বানারহাটে পৌঁছেই তিনি সাধারন মানুষের মধ্যে মিশে যান।বানারহাট আদর্শ পল্লীতে সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট বাচ্চাদের হাতে তুলে দিলেন পুতুল চকলেট। সেই সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে চলতে চলতে শীত বস্ত্র প্রদান করলেন। এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে ঘরে বসে কথা বলেন।বানারহাটের আদর্শ পল্লীতে ভদ্র বাড়িতে চা খেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত ভদ্র বাড়ির সদস্যরা। চা পান করার পাশাপাশি উপহার ও ফুলের তোড়া তুলে দিয়েছেন, প্রতিভা ভদ্র এবং তার বৌমাকে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কোচবিহারে এসে প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরে কৃষ্ণ দ্বিবেদী

কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পার্শ্ববর্তী জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে তারই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কোচবিহারে এসে প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরে কৃষ্ণ দ্বিবেদী। এদিন জেলার বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে কোচবিহার ল্যান্স ডাউন হলে রিভিউ বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরে কৃষ্ণ দ্বিবেদী। বিডিও, এসডিও, ডিএম, সিএমওএইচ, কোচবিহার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। মূলত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত চাংরাবান্দায় এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি গোড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। একই সঙ্গে কোচবিহার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ করে বড় বিমান নামানোর বিষয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে মুখ্য সচিব হরে কৃষ্ণ দ্বিবেদী জানান, চ্যাংড়াবান্ধা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন ইতিমধ্যে স্টেট কেবিনেট অনুমোদন দিয়েছে দশটি ল্যান্ড পোর্ট করা হবে। তার মধ্যে একটি হবে চাংড়া বান্ধায়। এর জন্য চাংরাবান্দায় ৩০ একর জায়গা রয়েছে। যেহেতু চাংরাবান্দায় এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি করে উঠবে সেই কারণে সেখানে একটি ট্রাক টার্মিনাস তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। চ্যাংড়াবান্ধায় ৪০০ একর জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে ভারী এবং ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি করা হবে। এর আগে শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট করা হয়েছিল। কোচবিহার থেকে ইন্ডাস্ট্রি চেম্বার্স এবং ছোট ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেছিল। চ্যাংড়াবান্ধায় এই ইন্ডাস্ট্রি কমপ্লেক্স তৈরি হলে কোচবিহারের মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও তিনি এদিন বলেন, কোচবিহার বিমানবন্দরে একটি এক ইঞ্জিনের বিমান পরিষেবা চলছে। সে জায়গায় রান ওয়ে সম্প্রসারণ করে ৪০ সিটের এটি আর নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এদিন বৈঠক শেষে মুখ্য সচিব হরে কৃষ্ণ দ্বিবেদী কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। এবং কোচবিহার রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করেন।

মিষ্টি খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা গন্ডগোলে মারধর বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি এক ক্রেতা গুলিবিদ্ধ হাসপাতালে ভর্তি

বসিরহাট ঃউত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বসিরহাট থানার কলেজ পাড়ার ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে টাকি রোডের পাশে তাপস মণ্ডলের মিষ্টির দোকানে । ওই মিষ্টির দোকানে বেশ কয়েকজন যুবক মিষ্টি খেতে যায় মিষ্টিতে পোকা দুর্গন্ধ বলে প্রতিবাদ করলে মিষ্টি ব্যবসায়ী তাপস মণ্ডলের সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ থেকে বচসা মারধোর এই নিয়ে ব্যবসায়ী যুবকদের মধ্যে ঘটনার চরমে ওঠে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী মোটরসাইকেলে এসে দোকানের সামনে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে।সেই সময় ওই দোকান থেকে এক মিষ্টি কিনছিল ক্রেতা বছর ৪৫ এর নবীন কুমার দাস তার বাঁদিকের কোমরে গুলি লাগে বলে জানা যায়, দুষ্কৃতীরা এলাকা থেকে চম্পট দেয়। অসংখ্য জনক অবস্থায় উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় ভর্তি করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতা আরজি করে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলেজপাড়া এলাকায় যে যার মত ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে এলাকা থেকে চলে যায় ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এই ঘটনার দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পরেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।

দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে রাজ্য স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান প্রিয়ার

সুদেষ্ণা মন্ডল , ডায়মন্ডহারবার ঃ রাজ্য স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ডায়মন্ডহারবার তথা জেলার মুখ উজ্জ্বল করল ডায়মন্ডহারবারে দুই ছাত্রী। সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায়। আর এই প্রতিযোগিতাতে বিশেষ চমক দিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দুই ছাত্রী। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস এণ্ড স্পোর্টস আয়োজিত চারদিনের ৬৭তম রাজ্য প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে বীথিকা পাড়ুই এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে প্রিয়া হালদার ১ম স্থান অর্জন করেছেন। তাদের এই সাফল্যে উভয়কে স্বর্ণ পদক ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়।রাজ্য প্রতিযোগিতায় ১ম স্থানাধিকারী হিসাবে এই দুই প্রতিযোগী,জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে গেলেন। ডায়মণ্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন কোচ বিজয় প্রামাণিক। প্রিয়া হালদারের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের হরিণডাঙাতে। ছোট্ট এক চিলতে বাড়িতেই বাবা ও ভাইকে নিয়ে বাস করে প্রিয়া। প্রিয়া ডায়মন্ড হারবারে পারুলিয়া হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেসে। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার পাশাপাখি খেলাধুলাতে বিশেষ পারদর্শী প্রিয়া। প্রিয়া ছোটবেলা থেকেই একের পর এক জেলার স্তর ও মহকুমা স্তরে বিভিন্ন ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেসে। সম্প্রতি রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করার পর এবার লক্ষ্য জাতীয় স্তরে নিজের নাম নথিভুক্ত করা। মেয়ের এই সাফল্যের খুশি, প্রিয়ার বাবা তিনি জানিয়েছেন, তোর মা বেঁচে থাকলে মেয়েদের সাফল্যে অনেকটাই আনন্দিত হতছোটবেলা থেকে ক্যারাটের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে। ক্যারাটে ছাড়া কিছুই জানে না। আমি একটু সমস্যায় কাজ করি কাজের সুবাদ ে বিভিন্ন সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। আমার মেয়েকে দেখভাল করা থেকে শুরু করে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেয়া সবটাই ও স্যার করেছে। আমার এই মেয়ের সাফল্যের পিছনে ওর ক্যারাটে প্রশিক্ষক বিজয় স্যারের অবদান অপরিসীম রয়েছে। আমার মেয়ের স্বপ্ন রয়েছে ক্যারাটেতে জাতীয় স্তরে ভারতের নাম উজ্জ্বল করা। সেই মতন ও প্রস্তুতি ও নিয়ে নিয়েছে। লক্ষ্য জাতীয় স্তরে গিয়ে ভারতের নাম উজ্জ্বল করবে প্রিয়া। যে, দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে তারও অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল। দুই শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে গর্বিত ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রমের ক্যারাটে প্রশিক্ষক বিজয় প্রামাণিক। তিনি জানান, রাজ্য স্তরে ডায়মন্ড হারবারের মুখ উজ্জ্বল করেছে এই দুই মেয়ে। প্রিয়া আমার কাছে ছ বছরের বেশি সময় ধরে ক্যারাটে শিখছে।বীথিকা পাড়ুই প্রায় পাঁচ বছর ধরে ক্যারাটে শিখছে। এরা রাজ্য ে নিজেদের জেলার পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার এর নাম উজ্জ্বল করেছে। আমি চাই এরা জাতীয় স্তরে গিয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করুক। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য এরা প্রস্তুত হচ্ছে। আগামী দিনে ডায়মন্ড হারবার অগ্নিকন্যা জাতীয় স্তরে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারের নাম উজ্জ্বল করবে। প্রিয়া ও বিধিকা ডায়মন্ড হারবারে গর্ব।

বাংলা একাডেমীর প্রথম বৈঠকের সূচনা

আসানসোল ঃ আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে তৈরি হতে চলা বাংলা একাডেমীর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো আসানসোল রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে মোট ৫১ জন সদস্যকে নিয়ে প্রথম একটি কমিটি গড়ে বাংলা একাডেমীর প্রথম বৈঠকের সূচনা করেন। আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির ৫১ জন সদস্য সদস্য সহ আসানসোলের কবি সাহিত্যিক ও লেখক লেখিকারা, চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন কমিটি তৈরীর শুভ সূচনা আজকে রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে করা হলো এখন থেকে যে সমস্ত লেখক সাহিত্যিকরা এই বাংলা একাডেমিতে যোগদান করবেন তারা মেম্বার হিসেবে বাংলা অ্যাকাডেমীর সাথে থাকবে

আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি , মাথায় হাত কয়েক হাজার কৃষকের

বসিরহাট বাদুড়িয়া ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার পিয়ারা , তেঘরিয়া , শায়েস্তাজ্রনগর সহ বিভিন্ন এলাকার ঘটনা ।

এই এলাকার কয়েক হাজার কৃষক আলু চাষের সাথে যুক্ত । ব্যাংকের লোন বা মহিলা লোন নিয়ে চাষ করেছিল কৃষকরা , কিন্তু হঠাৎ এই মুষলধারে বৃষ্টিতে আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় মাথায় হাত কৃষকদের । কৃষকদের দাবি সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে কৃষকদের সাহায্য করুন ।

বীরভূমের রাজনগর সার্বিক প্রাপ্তরস্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জনসচেতনতা কর্মসূচী রাজনগরে

বীরভূম ঃ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রযোগের জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি আয়োজিত হল রাজনগরে ।রাজনগর বিডিও অফিসের তত্ত্বাবধানে এবং রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয় এর পরিচালনায় রাজনগর স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন স্থানে, জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি আয়োজিত হয়। ২০২৩ এর ১লা অক্টোবরের মধ্যে কারো বয়স আঠারো বছর হয়ে থাকলে সে যেন ভোটার তালিকায় নিজের নাম নথিভুক্ত করে এবং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রযোগে করতে পারে, সেই বিষয়েই একটি পথনাটিকার মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হল । রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৌশিক দত্তের লেখা এবং শিক্ষক সোমনাথ নন্দীর নির্দেশনায় এই পথনাটিকায় অংশ নেয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন রাজনগরের বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী , বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৌশিক দত্ত, শিক্ষক সোমনাথ নন্দী, প্রাক্তন প্রধান গাফফার খান, সমাজসেবী মহম্মদ শরীফ, প্রদীপ দে, পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম সাহা সহ অন্যান্যরা।

দুর্গাপুরে রবি ও সোমবার দুদিন ব্যাপী মেকআপ ফেস্টিভ্যাল

দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে দুর্গাপুরের মেকআপ আর্টিস্ট দুর্গাপুরের মডেল দুর্গাপুরের ফটোগ্রাফার এবং চয়েস ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে একটি বেসরকারি হোটেলে রবিবার দুপুরে হয়ে গেল তারই উদ্বোধন। উদ্বোধনের উপস্থিত ছিলেন ইসকনের মহারাজ ও দুর্গাপুর মুন্সিপাল কর্পোরেশনের প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য রাখি তেওয়ারি। চয়েস ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার বললেন এটা করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপডেট মেকআপ অনেকেই হারিয়ে ফেলেছে অনেকেই শেখেনি সেই জিনিসটাকে শেখানো মেকআপ আর্টিস্টদের আপডেট এটাই হচ্ছে দুদিনের মেকআপ ফেস্টিভ্যাল। ১৭০ জন থেকে ১৭৫ জন পার্টিসিপেট করেছে, ঝারখান্ড বিহার বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া এইসব জায়গা থেকে মেকআপ শিখতে এসেছে। এটা উৎসব এখানে শিখবে মেকাপের যেগুলো প্রোডাক্ট অনেক কম দামে এই ফেস্টিভ্যাল থেকে পাওয়া যাবে।

২৫০ টির বেশি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল

কলকাতা ঃ সম্প্রতি রাজ্যে ২৫০ টির বেশি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। রাজ্যে বিএড কলেজের সংখ্যা ছিল ৬২৪ টি তার মধ্যে ২৫০টির বেশি কলেজের অনুমোদন বাতিল হওয়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে।বেঙ্গল কালচারাল অর্গানিজাশন এর চেয়ারম্যান সুরমান আলী মন্ডল বিএড কলেজ কেলেঙ্কারি নিয়ে মুখ খুললেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সংসদে পরাজয়ের পরেও অবিচল মাক্রোঁ

প্যারিস ঃ বিরোধী পক্ষের সম্মিলিত বাধার মুখেও অভিবাসন আইনের প্রশ্নে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ। আপোশ সম্ভব না হলে তার হাতে বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের উপায়ও রয়েছে।

শরণার্থী ও অভিবাসনের প্রশ্নে ইউরোপের রাজনীতি বর্তমানে উত্তাল। বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ রাজনীতি জগতে চরম বিভাজন সৃষ্টি করছে। অনেক তর্কবিতর্কের পর ব্রিটেনের সংসদ সবে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের রুয়ান্ডায় পাঠানোর সরকারি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে গিয়ে সরকার বিরোধী পক্ষের সম্মিলিত বাধার মুখে পড়েছে। সংসদে এমন ধাক্কার ফলে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

সোমবার ফ্রান্সের সংসদের নিম্ন কক্ষে সরকারের আনা ইমিগ্রেশন বিল অভূতপূর্ব বাধার মুখে পড়ে। বাম থেকে দক্ষিণপন্থি সব বিরোধী দল নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সরকারি প্রস্তাব পেশ করা এবং সে বিষয়ে তর্কবিতর্কের আগেই তারা এক প্রস্তাব পাস করে মাক্রোঁর বিরুদ্ধে কড়া বার্তা পাঠিয়েছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সরকার পক্ষ নিজস্ব শক্তিতে কোনো আইন অনুমোদন করাতে পারছে না।

মঙ্গলবার মাক্রোঁ প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্ন ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। বিরোধী পক্ষের কড়া বার্তা সত্ত্বেও তিনি নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। আইনের খসড়াটিকে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে প্রয়োজনে কিছু রদবদল করে আবার সংসদে পেশ করতে চান তিনি। দেশের কাজে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ তুলে মাক্রোঁ বিরোধীদের সমালোচনা করেন। সমাজে বহিরাগতদের সম্পৃক্ত করা ও অভিবাসন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। প্রধানমন্ত্রী বর্নও সংসদে বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সমালোচনা করেন। বিশেষ করে চরম দক্ষিণপন্থিরা যেভাবে বামপন্থি জোটের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তা ফরাসি জনগণের জন্য কল্যাণকর নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দ্বিতীয় ও শেষ কার্যকালে প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ নিজস্ব সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে বার বার বিরোধীদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন। অভিবাসনের প্রশ্নেও সরকারের উদ্যোগ তীব্র বিভাজন সৃষ্টি করছে। তবে বাম ও দক্ষিণপন্থিদের কাছে বিরোধিতার কারণ সম্পূর্ণ বিপরীত। চরম দক্ষিণপন্থিরা আরো কড়া পদক্ষেপ দাবি করলেও বামপন্থিরা সরকারের প্রস্তাবকেই অত্যন্ত কড়া হিসেবে সমালোচনা করছে। সংসদীয় কমিটিতে দুই পক্ষ যদি আপোশ করতে প্রস্তুত হয়, সে ক্ষেত্রে সরকারের খসড়ায় কিছু রদবদল করে শেষরক্ষা হতে পারে। সেটা সম্ভব না হলে সরকার সংবিধানের বিশেষ অনুচ্ছেদ কাজে লাগিয়ে সংসদে ভোটাভুটি ছাড়াই আইন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গত বছর পেনশন সংস্কার সংক্রান্ত আইনও সেভাবে কার্যকর করা হয়েছিল।

ফ্রান্সে জনসংখ্যার মধ্যে অভিবাসীদের অনুপাত প্রায় সাড়ে সাত শতাংশের মতো। কর্তৃপক্ষের ধারণা, বর্তমানে প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী সে দেশে রয়েছে। ব্রিটেনের মতো ফ্রান্সেও আবাসন সংকট, মূল্যস্ফীতির মতো সমস্যার পাশাপাশি আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়ে চলায় সমাজে অসন্তোষ বাড়ছে।

কলকাতা বইমেলায় ৭১ বাংলাদেশি প্রকাশক

কলকাতা ঃ কলকাতা বইমেলা ২০২৪-এ অংশ নেবেন বাংলাদেশের ৭১ জন প্রকাশক। ১২ বছর পর জার্মানি আবার বইমেলায় যোগ দিচ্ছে। এবার কলকাতা বইমেলা হবে আগামী ১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি। সেখানে বাংলাদেশের জন্য আলাদা একটি প্যাভিলিয়ন থাকবে। বংলাদেশের থেকে আসা প্রকাশকরা সেখানে অংশ নেবেন। মোট ৭১ জন প্রকাশকের বই ওই প্যাভিলিয়নে থাকবে বলে জানিয়েছেন বইমেলার উদ্‌য়োক্তা পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে। দিল্লির ব্রিটিশ কাউন্সিলে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, প্রতিবারই বাংলাদেশের জন্য আমরা আলাদা একটা প্যাভিলিয়ন করি। এবারও করছি। সেখানে বাংলাদেশের ৭১ জন প্রকাশকের বই থাকবে। এবার বইমেলায় যোগ দেয়া প্রকাশকদের সংখ্যাও বাড়ছে। গতবার ছিলেন ৯৫০ জন প্রকাশক। এবার থাকবেন এক হাজার একশ প্রকাশক। সেজন্য স্টলের আকার ছোট হচ্ছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডিরেক্টর এলিসন ব্যারেট(বামদিক থেকে চতুর্থ) ও বইমেলার উদ্‌য়োক্তারা। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডিরেক্টর এলিসন ব্যারেট(বামদিক থেকে চতুর্থ) ও বইমেলার উদ্‌য়োক্তারা। এবার কলকাতা বইমেলায় থিম দেশ হলো যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ডিরেক্টর এলিসন ব্যারেট জানিয়েছেন, যুক্তরাজ্যের সব বড় প্রকাশক তো আসছেনই, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত লেখক, অধ্যাপক ও অনুবাদকও আসছেন। ব্যারেট জানিয়েছেন, মেঘনাদ দেশাই, রোমা আগরওয়াল, সেবাস্তিয়ান ফকস, মাইকেল উলিসন, রবার্ট পটস, অনুপমা রাজু, কিশওয়ার দেশাইসহ অনেক জনপ্রিয় লেখক, অর্থনীতিবিদ, কলামনিস্ট আসবেন। ভারতে ইংরাজি ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা থাকবে। যুক্তরাজ্যে পড়ার সুযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা থাকবে। যুক্তরাজ্য এর আগেও তিনবার থিম দেশ হয়েছিল। এই নিয়ে চতুর্থবার তারা বইমেলার থিম দেশ হচ্ছে।

১২ বছর পর জার্মানি ঃ জার্মানি দেশ হিসাবে এই বইমেলায় থাকছে। ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১২ বছর পর জার্মানি দেশ হিসাবে বইমেলায় অংশ নিচ্ছে। জার্মানি ছাড়াও দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইটালি, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, কিউবা, পেরু থাকছে।

নারীদের দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি কি আদৌ বাস্তব?

কলকাতা ঃ সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক নারী 'দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির' অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। টিকটকে এটি এখন জনপ্রিয় এক বিষয়। কিন্তু 'দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি' কি আদৌ বাস্তব?

১৯৩০-এর দশকে ভ্যাসেকটমি অস্ত্রপচারের পর দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতা লাভের কথা বলেছিলেন বিখ্যাত কবি ডাব্লিউ বি ইয়েটস। ইংরেজি ভাষাভাষীদের মধ্যে সম্ভবত এমন দাবি তিনিই প্রথম করেছিলেন, তবে শেষ নন। প্রায় ১০০ বছর পরে এসে 'দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি' বিষয়টি টিকটকে হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ডসে রুপ নিয়েছে, প্রায় ছয় কোটি মানুষ তাতে যুক্ত হয়েছেন।

টিকটকের অনেক ব্যবহারকারী তাদের দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতার কথা বিনিময় করছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী। এই নারীরা তাদের অপ্রত্যাশিত ও ব্যাখ্যাতীত শারীরিক পরিবর্তনের কথা বলছেন। কারো পরিবর্তন শরীরের ওজন সংক্রান্ত, কারো ঘটছে ত্বক ও চুলের পরিবর্তনও।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি বলে কিছু নেই। মানুষ জীবনে একবারই এই পর্যায়টি অতিক্রম করে। তবে হরমোন থেরাপির মধ্য দিয়ে যাওয়া ট্রান্স মানুষেরা এমন কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন যা 'দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি' ব্যাপারটির হয়ত কাছাকাছি। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ইভ ফেইনবার্গ মনে করেন সিসজেন্ডার (জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়) নারীদের মধ্যে, ''বিশোর্ধ নারীদের ক্ষেত্রে সবার অভিন্ন ওজন বৃদ্ধির কোন চিকিৎসাগত ব্যাখ্যা নেই।'' তার মতে যদিও এমনটা ঘটে তার কারণ সম্ভবত লাইফস্টাইল বা জীবনযাপনের পরিবর্তন। তিনি বলেন, ''অনেক সময় মানুষ এই বয়সে জীবনে প্রথমবারের মতো একা থাকতে শেখে। খাওয়াদাওয়া করে, পান করে এবং কম ব্যায়াম করে জীবনকে উপভোগ করে।''

সামাজিক মাধ্যমে নারীরা এজন্য হরমোনগত পরিবর্তনকে দায়ী করলেও ফেইনবার্গ সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, ''যদিও মানুষ ওজন বাড়ার জন্য 'হরমোন'কে দোষারোপ করে, কিন্তু যে হরমোনগুলি সত্যিই দায়ী সেগুলি খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, ইনসুলিন, ঘেরলিন ও লেপটিন। কিন্তু ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের মতো নারী প্রজনন সম্পর্কিত হরমোনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।'' একই কথা বলেছেন ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর মেটাবলিক মেডিসিনের অধ্যাপক নাভিদ সাত্তার। নারীদের ওজন বৃদ্ধির জন্যে তিনিও হরমোন নয়, জীবনযাপনের পরিবর্তনকে দায়ী বলে মনে করেন। তিনি জানান, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় সমবয়সি পুরুষদের চেয়ে নারীদের ওজন বৃদ্ধি বা স্থূল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বয়সের সাথে সাথে গৃহস্থালি ও পেশাগত কাজ এবং সমবয়সি পুরুষদের চেয়ে কম বাহিরের কাজে যুক্ত হওয়ার কারণে মেয়েরা স্ট্রেস বা মানসিক চাপে থাকে। এটি তাদের ওজন বৃদ্ধির একটি কারণ। টিকটকে নারীদের ওজন বৃদ্ধির কারণ নিয়ে নানা রকমের আলোচনা চলছে। যোগ্যতা না থাকলেও অনেকেই বিশেষজ্ঞ মতামত রাখছেন। তার থেকে প্রভাবিত হচ্ছেন অনেকে। কিন্তু বিশোর্ধদের ওজন বৃদ্ধির নানা কারণ রয়েছে। গর্ভাবস্থার পাশাপাশি, এই বয়সের নারীরা ওজন বৃদ্ধি ঘটে এমন অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত হন। ধূমপান ত্যাগ করা, অ্যালকোহল পান, সহবাস, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কিংবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার এর সবই এই বয়সে ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। এমনকি কুড়ির পরেও নারীদের বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিকভাবেই অব্যাহত থাকতে পারে। যেমন, সারাজীবনই তাদের স্তনের আকারের পরিবর্তন হতে পারে।

ওজন বৃদ্ধি নিয়ে ২০২২ সালে ৩৫ বছরের বেশি বয়সি ১৩ হাজার জনের উপর চালানো একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। অংশ নেয়াদের মধ্যে বিগত দশ বছরে কাদের ওজন বেশি বেড়েছে এমন পরীক্ষায় কম বয়সিরা, অর্থাৎ ৩৬ থেকে ৩৯ বছরের নারীরা এগিয়ে ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে চালানো এই পরীক্ষায় শ্বেতাঙ্গ নারীদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ ও মেক্সিকান অ্যামেরিকান নারীদের স্থূল হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে। তবে সব নারীরাই তাদের সমবয়সি পুরুষের চেয়ে বেশি ওজন লাভ করেছেন। এই গবেষণায় ৩৬ বছরের নীচের কোন নারীকে নেয়া হয়নি। প্রতিবেদনে গবেষকরা বলেছেন, ''যদি ৩০ বছর বয়সিদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো, তাহলে ২০ বছর বয়স থেকে থেকে তাদের ওজন বৃদ্ধির হিসাব নিতে হতো। এর সমস্যা হলো ২০ বছরের পরও অনেকের শারীরিক বিকাশ অব্যাহত থাকে।''

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধি বলে বাস্তবে কিছু না থাকলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে নারীদের শারীরিক পরিবর্তন অব্যাহত থাকে।

বাকিবুরের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির নেপথ্যে বালু?

কলকাতা ঃ জেলায় জেলায় তো বটেই দুবাইয়েও হদিশ মিলেছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বাকিবুরের সম্পত্তির।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুকে মাসকয়েক আগে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে তার ঘনিষ্ঠ বাকিবুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার বাকিবুর এবং জ্যোতিপ্রিয়ের নামে আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে ইডি। সেখানে বলা হয়েছে, সরকারি তহবিল থেকে ৪৫০ কোটি টাকা বাকিবুরের কাছে গেছিল। বালুর নির্দেশেই ওই টাকা গেছিল বলে দাবি করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ইডি জানিয়েছে, কলকাতা এবং দুবাইয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আছে বাকিবুরের নামে। রাজ্যের বেশ কিছু জেলা মিলিয়ে ১০১টি নতুন সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সম্পত্তিগুলি বাকিবুরের নামে হলেও নেপথ্যে আছেন জ্যোতিপ্রিয়, এমনই মনে করা হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়ায় বাকিবুরের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নামে একাধিক সম্পত্তি আছে বলে ইডির দাবি। কোথা থেকে এই সম্পত্তি এলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাকিবুরকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। চার্জশিটে ইডি জানিয়েছে, বাকিবুর ৫০ জন ভুয়া কৃষকের নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিলেন। ধান কেনার নামে সেই অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হতো। সেখানেই সরকারি তহবিল থেকে ৪৫০কোটি টাকা ঢুকিয়েছিলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, রেশনের সরঞ্জাম খোলা বাজারে বিক্রি করেছেন বাকিবুর। এই পুরো কাজটিই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়ের প্রশ্রয়ে হয়েছে বলে ইডির দাবি। বস্তুত, এর থেকে লাভ করেছেন জ্যোতিপ্রিয়। বাকিবুরের সম্পত্তির পিছনেও তার হাত আছে বলে ইডির দাবি। বস্তুত, জ্যোতিপ্রিয়ের আর কোথাও কোনো সম্পত্তি আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাজা নিয়ে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত কি বেধে যাবে?

বিল ইমোত

গত এক মাসে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ঘটনা কোনটি?

এক. হামাস ইসরায়েল যুদ্ধে। এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে বড় পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

দুই. ১৫ নভেম্বর সান ফ্রান্সিসকোয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক। সেখানে দুই নেতা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার শীতল সম্পর্ক কিছুটা উষ্ণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সামরিক পর্যায়ে আবার যোগাযোগ শুরুর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। উত্তর হলো দুটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হলো, দুই ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। বাইডেন ও সি বৈঠকে কেবল দুজনের ফটোসেশন আর গুরুত্বহীন কিছু চুক্তি সম্পাদন বলে কেউ উড়িয়ে দিতেই পারে। কিন্তু তাতে মূল জায়গাটিই এড়িয়ে যাওয়া হবে। দুই পরাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ঘটনা কি ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেটাই বাইডেন সি সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। প্রথম ভয়ের বিষয় হচ্ছে, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশী দেশগুলো সেই যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপদ রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পরাশক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র রূপ ধারণ করায় এই যুদ্ধে দুই পক্ষ দুই দিকে হাওয়া দিতে পারে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দুর্বল করতে চীন অথবা দেশটির কৌশলনীতিগত মিত্র রাশিয়া যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালতে পারে। ভাসাভাসাভাবে দেখলে এই ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্য। ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় শত্রুদেশ হিসেবে পরিচিত ইরান সম্প্রতি রাশিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর জন্য রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে ইরান। উত্তর কোরিয়াও সেটা করেছে।

চীনও সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এ বছরই সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে মধ্যস্থতা করেছে চীন। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপ এতটাই হতবিহ্বল যে রাশিয়া মনে করছে এই দেশগুলো এখন ইউক্রেনকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা কমিয়ে দেবে। রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে বেইজিং মস্কোকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে এবং মস্কোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। কিন্তু বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের কাজে সহায়তা হয়, এমন কোনো উপকরণ সরবরাহ করেনি। চীন দূরবর্তী অবস্থানে থেকে এটিকে রাশিয়া, ইউক্রেন ও পশ্চিমের যুদ্ধ বলে ছেড়ে দিয়েছে।

চীন, রাশিয়া ও ইরান মিলে গাজা যুদ্ধ থেকে যদি একটা ফায়দা তুলতে চায়, সেটা অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। ২০০৫ সাল থেকে ইরান ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে অস্ত্র ও অর্থসহায়তা দিয়ে আসছে।

তবে ভালো খবর হচ্ছে, এবার ইসরায়েল-হামাস সংঘাত থেকে এখন পর্যন্ত ইরান নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। সরাসরি কোনো কর্মকাণ্ডে না গিয়ে তেহরান দূর থেকেই নিন্দা জানিয়ে যাচ্ছে। ওই অঞ্চলে ইরানের প্রধানের প্রক্সি সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহও এবার ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রয়েছে। এটা যেকোনো সময় পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাইডেন-সিয়ের মধ্যে বৈঠক হওয়ায় আশাবাদী হওয়ার একটা কারণ রয়েছে। ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরও চীন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে উসকানিদাতা না হয়ে শান্তিস্থাপক হতে চাইছে। এর আংশিক কারণ হলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরায়েলের সঙ্গে চীনও ভালো সম্পর্ক বজায় রাখছে। আবার রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানো শুরু করলে পশ্চিমাদের চাপ থাকা সত্ত্বেও ইসরায়েল সরাসরি রাশিয়াকে সমালোচনা করেনি। কিন্তু শান্তিস্থাপক হিসেবে চীন কতটা ভূমিকা পালন করতে পারবে, সেটা চীনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বিশ্বে তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। চীন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যে আচরণ করুক না কেন, বৈশ্বিক পরিসরে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের সে রকম আত্মবিশ্বাসী হতে দেখা যায় না।

চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী। কিছু ক্ষেত্রে তাদের রীতিমতো ধুঁকতে হচ্ছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলোতে পুঁজির বন্যা বইয়ে দেওয়ার এবং সভরেন ঋণ দেওয়ার সামর্থ্য বেইজিংয়ের কমে গেছে। বিশ্বের অসংখ্য দেশ ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করতে আগ্রহী হলেও তাদের প্রকৃত বন্ধু ও মিত্রের সংখ্যা খুব কম। রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে বেইজিং মস্কোকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে এবং মস্কোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। কিন্তু বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের কাজে সহায়তা হয়, এমন কোনো উপকরণ সরবরাহ করেনি। চীন দূরবর্তী অবস্থানে থেকে এটিকে রাশিয়া, ইউক্রেন ও পশ্চিমের যুদ্ধ বলে ছেড়ে দিয়েছে। সে কারণেই সান ফ্রান্সিসকোয় জো বাইডেন সি চিন পিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করতে উৎসাহী হয়েছেন। এর আগের মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় চীনের গোয়েন্দা বেলুন প্রবেশ এবং আমেরিকান জঙ্গি বিমান থেকে সেটা ভূপাতিত করার ঘটনায় সেটা তীব্র আকার ধারণ করে। এ প্রেক্ষাপটে বাইডেন ও সি চিন পিংয়ের মধ্যে বৈঠকের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হচ্ছে, দুই পরাশক্তির মধ্যে উত্তেজনাকর সম্পর্কটা এখন কিছুটা সুস্থিরতার দিকে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় দিকটিটি হচ্ছে, দুই নেতার মধ্যে এ বৈঠক এই ইঙ্গিত দেয় যে হামাস ও ইসরায়েলের সংঘাত দুই পরাশক্তির মধ্যে সংঘাতে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই সংঘাত তাহলে কোন দিকে গড়াবে? এ ক্ষেত্রে দুটি বাস্তবতাকে মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, ইসরায়েলের সঙ্গে যদি কারও সংঘাত বেধে যায়, সেখানে অনিবার্যভাবে হাজির হয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের সমর্থক দেশগুলো চেষ্টা করে যাবে ইসরায়েল যেন সংযত আচরণ করে। তারা এটাও চেষ্টা করে যাবে যাতে ইসরায়েল ও আরব প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করা যায়। দ্বিতীয়ত, আরব দেশগুলোও এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে অপরিহার্য বলে মনে করছে। সেটা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক আছে সে কারণে নয়, উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কারণেও। এ অঞ্চলের তেলের বড় ক্রেতা, উপকারী বিনিয়োগকারী চীন। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাকারী। কিন্তু সংকটের সময়ে চীন বিকল্প হতে পারেনি।

ভারতে গ্রামবাসীদের উপকার করছে ডিআরই প্রকল্প

কলকাতা ঃ ভারতে গ্রামাঞ্চলে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও কার্বনমুক্তভাবে জ্বালানির ব্যবস্থা করছে 'বিকেন্দ্রীভূত নবায়নযোগ্য জ্বালানি' বা ডিআরই প্রকল্প। দেশটিতে এই খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এটি কি পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার হচ্ছে? ভারতের উত্তরপ্রদেশের ভিতরগাঁওয়ের শৈলেন্দ্র বাহাদুর সিং মৌসুমের শেষ কুমড়া সংগ্রহ করছেন। গত কয়েকদিনে তিনি কয়েকশ কেজি কুমড়া তুলেছেন। আগেরবার তোলা সবজি বিক্রি হওয়ার আগেই বাকি সবজি তোলার সময় হয়ে যায়। তাই কয়েকবছর ধরে হিমাগারে সবজি সংরক্ষণ করছেন বাহাদুর সিং। তিনি জানান, আগে আমার ক্ষতি হত। ভেবে দেখুন, আমাকে ১০ কেজি সবজি ফেলে দিতে হচ্ছে। সবজিটা ঢেড়শ হলে ৩০০ রুপি ক্ষতি হত। এখন আমি এখানে ৫ রুপি দিয়ে সংরক্ষণ করি। এক বা দুইদিন পর পাইকারি বা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করি।'' ভারতের অনেক জায়গায় এখনও বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার আগেই অনেক সবজি ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তবে এখন হাজার হাজার হিমাগার আছে, যেগুলোর কারণে ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। কিন্তু বিষয়টা এত সহজ নয়। একটি হিমাগারের মালিক সতীশ কুমার মিশ্রা বলেন, ''এখানে বিষয়টা শহরের মতো নয় যেখানে নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে, বা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ থাকে না। ট্রান্সফরমার কাজ না করলে এখানে হয়ত পাঁচদিন বিদ্যুৎহীন থাকতে হতে পারে।'' সে কারণে সতীশ কুমার মিশ্রা সবজির বর্জ্য থেকে তৈরি বায়োমাস দিয়ে তার হিমাগার চালান। এর মানে হচ্ছে, তিনি জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল নন। এটি, তার ওখানে যারা ফসল রাখেন তাদের জন্য অনেক বড় একটি বোনাস। যেখানে দরকার সেখানেই সবুজ জ্বালানি উৎপাদিত হচ্ছে!

সম্পাদকীয়

ইউক্রেন রাশিয়াঃ কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইউক্রেনের রাজধানীতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ৪৫ জন আহত হয়েছেন। প্রেসিডেঃট ভলোদিমির জেলেন্সকি রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলায় তার দেশকে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ৬১ বিলিয়ন ডলারের নতুন সহায়তা অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়ার ছোঁড়া ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সবকটিই ভূপাতিত করেছে দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী। রাশিয়ার ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ে শহরের একটি শিশু হাসপাতাল ও পানি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎসকো । কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিটস্কো বলেন, ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ে একটি শিশু হাসপাতাল ও শহরের পানি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিয়েভের সেনা প্রশাসনের প্রধান সের্হি পপকো বলেন, কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলেনস্কি বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন, রাতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, শীতকালে আবাসিক এলাকা, কিন্ডারগার্টেন এবং জ্বালানি স্থাপনায় আঘাত হানার চেষ্টা করে রাশিয়া আবারও প্রমাণ করেছে তারা একটি জঘন্য দেশ। এর

জবাব অবশ্যই পাবে তারা । জেলেন্সকি আরও বলেন, তিনি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন। রাশিয়া প্রমাণ করেছে যে এই সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক। মঙ্গলবার বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনের জন্য পূর্বে অনুমোদিত অর্থ থেকে নতুন সামরিক সহায়তা ঘোষণা করেছে। বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র এবং যন্ত্রাংশসহ এর পরিমাণ প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার। এমন সময় এই ঘোষণা এলো যখন ওয়াশিংটন সফররত জেলেন্সকি ৬১ বিলিয়ন ডলার ত্রাণের নতুন অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে বলিষ্ঠ যুক্তি তুলে ধরছেন। ইউক্রেনকে চলমান যুদ্ধে আরও সহায়তা করার এই বিষয়টি এখনো কংগ্রেসের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রায় দুই বছরের নৃশংস যুদ্ধের পরে রাশিয়ানদের কাছে তারা তাদের নিজেদের অঞ্চল হস্তান্তর করবে এই ধারণা উড়িয়ে দিয়ে ইউক্রেনের নেতা বলেন, সত্যি বলতে কি, এটা পাগলামি। ধারণা করা হয়, বাইডেন ইউক্রেনের বিজয় এবং মস্কোর সাথে আলোচনা শুরু না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনের সফলতা এবং ইউক্রেনে পুতিনের ব্যর্থতা অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এটি করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে পরিপূরক তহবিলের অনুরোধটি পাস করা। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে এই অনুমোদন করতে হবে, তবে তারা এখনও নিশ্চিত নয়। এর আগে মঙ্গলবার জেলেন্সকি আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। এদিকে রিপাবলিকানরা বলেছেন তারা, তহবিলের যথাযথ তদারকি এবং একটি স্পষ্ট কৌশল দেখতে চান । রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে জেলেনস্কিকে আমেরিকার পুতুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু আমেরিকান করদাতাদের মধ্যে ইউক্রেনের বিষয়টিতে বিরক্ত এবং ক্লান্ত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কিছু রিপাবলিকান প্রেরিত অর্থের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কেন অস্ত্রের বরাদ্দে না গিয়ে সরকারী সহায়তায় যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মঙ্গলবার বাইডেন, ইউক্রেনের জন্য পূর্বে অনুমোদিত অর্থ থেকে আরও ২০ কোটি ডলার সামরিক সহায়তা ঘোষণা করার পর থেকে জরুরী ভিত্তিতে এই আলোচনা শুরু হয়েছে। ইউক্রেন ও ইসরাইলের জন্য যুদ্ধকালীন তহবিলের ১১০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা এবং অন্যান্য জাতীয় নিরাপত্তা অগ্রাধিকারের দেয়ার জন্য কংগ্রেসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন বাইডেন। তবে সেনেটে রিপাবলিকানরা বাধা দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত নিরাপত্তায় বড় ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন। কয়েকজন রিপাবলিকান বলছেন, যেসব অভিবাসন প্রত্যাশী ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছেন, তাদেরকে দেশটিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার সুযোগ না দিয়েই তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত পাঠাতে হবে। তারা একইসঙ্গে বাইডেন প্রশাসনের যেসব প্রকল্পের আওতায় হাজার হাজার অভিবাসী বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন, সেগুলোর কলেবরও কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ২০২২ সালে, ইউক্রেনকে ১১১ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের তিন রাজ্যে কেন নতুন নেতাদের মুখ্যমন্ত্রী করল বিজেপি?

মোহন যাদব? খুব আশ্চর্য হয়েই প্রশ্নটা করেছিলেন এক সাংবাদিক। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে বিজেপির কার্যালয়ে তখন সবে মাত্র ঘোষণা করা হয়েছে যে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মোহন যাদব।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে যাদের নাম শোনা যাচ্ছিল, সেই তালিকায় কখনওই ছিল না মি. যাদবের নাম।

ড. কমল বোস
প্রাবন্ধিক

সেই তালিকায় প্রথম নামটি ছিল শিবরাজ সিং চৌহানের। তিনিই ছিলেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। মোট চার দফায় মুখ্যমন্ত্রী ও চারবারের সংসদ সদস্য থাকা শিবরাজ সিং চো।হানকে বাদ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করা হল বিদায়ী মন্ত্রিসভায় গত তিন বছর যিনি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, সেই মোহন যাদবকে।

মধ্যপ্রদেশের দুই প্রতিবেশী রাজ্য রাজস্থান আর ছত্তিশগড়েও বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছে বিজেপি। সেখানেও এমন দুজনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব, যাদের সেভাবে আগে নামই শোনা যায় নি।

ছত্তিশগড়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিষ্ণুদেব সাই আর রাজস্থানে ভজনলাল শর্মাকে বেছে নিয়েছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব।

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির গবেষক ও সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বলছিলেন, এই তিনজন নেতাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আরএসএস থেকে বিজেপির রাজনীতিতে এসেছেন।

এদের মধ্যে রাজস্থানের ভজনলাল শর্মা তো এই প্রথমবার ভোটে জিতে বিধানসভার সদস্য হলেন। তবে তিনি রাম মন্দির আন্দোলনের সময় থেকেই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন মি. শর্মা। পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন তিন রাজ্যেই। ছত্তিশগড়ে রমন সিং, রাজস্থানের বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া বা মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিং চৌহান ‑ এই তিনজনকেই বাদ দিয়ে একেবারে নতুন চেহারা নিয়ে আসা হল, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

নরেন্দ্র মোদী বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বে আরোহণের আগে অটল বিহারী বাজপেয়ী ‑ লাল কৃষ্ণ আদবানী জুটির সময়ে যে সব নেতারা দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন, তাদের মধ্যে একমাত্র রাজনাথ সিং ছাড়া আর কেউই দল বা সরকারে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন বাজপেয়ী‑আদবানী জমানায় বিভিন্ন রাজ্যে এমন কিছু নেতা তারা তৈরি করেছিলেন, যারা হয়তো নিজেদের রাজ্যেই রাজনীতি করতেন, কিন্তু তাদের একটা সর্বভারতীয় স্তরে ‑ দলের ভেতরে আর বাইরে, পরিচিতিও ছিল।

মি. চৌহান, মি. সিং এবং বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া বাজপেয়ী‑আদবানীদের সময়কার নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী।

মি. মোদী আর অমিত শাহ একেবারে নতুন মুখকে মুখ্যমন্ত্রী এই যে প্রথমবার করলেন, তা নয়। এর আগে মহারাষ্ট্র আর ঝাড়খণ্ডে তারা এটা করেছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যোগী আদিত্যনাথকে। সেজন্যই দেখবেন বিজেপি নিজে যে ১২টি রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আছে, প্রত্যেকটি জায়গাতেই মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে মি. মোদীর ঘনিষ্ঠদের, বলছিলেন উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজনীতির পর্যবেক্ষক ও 'দ্য ওয়াল' নিউজ পোর্টালের কার্যকরী সম্পাদক অমল সরকার।

তার কথায়, মি. মোদী যেভাবে দেশ চালাতে চান, তার জন্য একেবারে নিজের লোক বসাতে চান তিনি। প্রতিটা রাজ্যেই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা যতটা না দলের নেতা, তার থেকেও তাদের বড় পরিচয় যে তারা টিম মোদীর সদস্য।

বিজেপি যতই দেখানোর চেষ্টা করুক যে তারা নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে চাইছে, কিন্তু আদতে বিষয়টা হল নরেন্দ্র মোদীর প্রতিদ্বন্দ্বী যেন কেউ হয়ে উঠতে না‍পারেন অথবা তার নেতৃত্ব নিয়ে বা সরকার পরিচালনা নিয়ে যেন কেউ কোনও প্রশ্ন তুলতে না পারেন, বলছিলেন মি. সরকার।

বর্তমানে বিজেপিতে মূলত দুই ধরণের নেতা‍নেত্রী আছেন। এক দল নেতা আছেন, যারা সরাসরি আরএসএস থেকে আসা। এরা দীর্ঘদিন খুব 'লো পাবলিক প্রোফাইল' রেখে এসেছেন, অনেকেই তাত্ত্বিক নেতা, কিন্তু সেরকম নিজস্ব জনভিত্তি নেই।

আরেক ধরণের নেতানেত্রী আছেন, যারা অন্য দল থেকে বড়সড় জনভিত্তি সহ বিজেপিতে এসেছেন। এই দ্বিতীয় ধরণের নেতা নেত্রীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা কখনও কখনও আরএসএস নেতাদের থেকেও অনেকটা উচ্চস্বরে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কথা বলেন।

এদের মধ্যে আছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা।

আবার গত বেশ কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের, যারা বয়সে নবীন আর পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত নেতাও নন। নরেন্দ্র মোদী‑অমিত শাহের আমলে এভাবেই মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন দেবেন্দ্র ফাডনবীশ, ঝাড়খণ্ডে রঘুবর দাসরা।

বিশ্লেষক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বলছিলেন, সব ক্ষেত্রে যে একেবারে নিজের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের নেতাদের নিয়ে আসছেন মি. মোদী, তার পিছনে একটা কারণ যদি হয় যে সেই ব্যক্তি 'টিম মোদী'র সদস্য, তাহলে আরেকটা কারণ হল আরএসএস এবং মি. মোদী ‑ উভয়েরই পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা।

যাতে সঙ্ঘের অ্যাজেন্ডা পূরণে সরকারের বিভিন্ন স্তরকে আরও বেশি করে ব্যবহার করা যায়, আবার মি. মোদীর পথেও অভ্যন্তরীণ কোনও কাঁটা না থাকে, ব্যাখ্যা মি. ভট্টাচার্যের।

তিনটি রাজ্যে যে তিনজন বিজেপি নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে, তারা যেমন প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব পছন্দের মানুষ, তেমনই তাদের বেছে নেওয়ার পিছনে জাতিগত সমীকরণও কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছত্তিশগড় মূলতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্য, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে একজন আদিবাসী নেতাকে।

মধ্যপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ওবিসি বা অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত যাদব জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, আর রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী একজন ব্রাহ্মণ নেতা।

অমল সরকারের কথায়, ছত্তিশগড়ে আদিবাসী এলাকায় বিজেপি খুবই ভাল ফল করেছে এবার। তা ছাড়া পুরো রাজ্যটিই আদিবাসী অধ্যুষিত। তাই সেখানে একজন আদিবাসী নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হল। আবার যাদবরা উত্তর ভারতে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হলেও তাদের যথেষ্ট সামাজিক প্রতিপত্তি আছে, সেই সমীকরণ মাথায় রেখেই সম্ভবত যাদব গোষ্ঠীর একজনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ লাগোয়া উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে যাদবরা রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী। উত্তরপ্রদেশে যাদব নেতা অখিলেশ যাদব তো প্রধান বিরোধী মুখ, আবার বিহারে লালু প্রসাদ যাদবের দল আরজেডিও এখন সরকারের জোট সঙ্গী। তাই যাদব গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে বসবাসকারী যাদব ভোটের একটা অংশও যে মি. মোদীর লক্ষ্যবস্তু, সেটাও বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রাজস্থানে বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া রাজপুত বংশীয়। সেখানে রাজপুতদের প্রাধান্যও যথেষ্ট। কিন্তু উত্তর ভারতের কোথাও ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রী নেই। সেই প্রশ্ন বারে বারেই উঠেছে।

তারাও বিজেপির বড় ভোট ব্যাঙ্ক। তাদের প্রতিনিধিত্ব রাখতে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে রাজস্থানে, তেমনই আবার রাজপুতরাও যাতে অসন্তুষ্ট না হন মিসেস সিন্ধিয়াকে সরিয়ে দেওয়ার কারণে, সেই ইস্যু সামলাতে উপ‍মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে আরেক সাবেক রাজবংশীয় নেত্রী দিয়া কুমারীকে।

মি. সরকার অবশ্য বলছিলেন, জাতিগত সমীকরণ মাথায় রাখলেও আদিবাসী বা যাদব অথবা ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রী বাছার সময়েও প্রধান মাপকাঠি থেকেছে যে তিনি নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে আছেন কী না।

সাময়িকী

যেভাবে বুঝবেন আপনি স্মার্টফোনে আসক্ত

টিনা ডানার
প্রাবন্ধিক

আপনি কি প্রায়ই স্মার্টফোনে থাকেন? আপনার কাছে কি বাস্তব জীবনের চেয়ে অনলাইন ব্যবহার বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে? তাহলে ধরে নিতে পারেন আপনি স্মার্টফোনে আসক্ত হয়ে পড়েছেন।

অনেক মানুষ দিনে দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্মার্টফোনে থাকেন। এটি একধরনের বাধ্যতামূলক আচরণ হয়ে উঠেছে।

একটু খবর দেখা, অনলাইনে কেনাকাটা করা বা বন্ধুদের ছবি ও ভিডিও দেখা এমন বিভিন্ন কারণে আমরা কয়েক মিনিট পরপর ফোন দেখি। আমাদের অনেকেই ফোন ছাড়া কোথাও যাই না। সবসময় আমরা ফোনে বুঁদ থাকি। সমস্যা হলো ঃআমরা ঘুমিয়ে থাকলেও আমাদের ফোন নিয়মিত কাজ করে। সাইকোলজিস্ট দুনিয়া ফস বলেন, আমাদের মস্তিষ্ক পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় না। ''আমাদের মস্তিষ্কে এমন একটা সিস্টেম আছে যেটা, আমরা যখন ভালোকিছু করি সেই অনুযায়ী আমাদের পুরস্কার দেয় যেমন মিষ্টি.. খাবার.. ভালো মুভি দেখা.. প্রেমে পড়া। আমরা ফোনে যে চ্যাট আর ছবি দেখি তারও একইরকম প্রভাব আছে। তবে সময়ের সাথে সেটা কমে যায়। আমাদের রিওয়ার্ড সিস্টেমের কার্যকারিতা ক্রমেই কমতে থাকে যে কারণে আমাদের আরও বেশি প্রয়োজন হয়। তখন আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি,'' বলেন তিনি। এ কারণে আমাদের মধ্যে একাগ্র থাকার মানসিকতা কমে যাচ্ছে, ক্লান্তি ভর করছে। স্মার্টফোনে আসক্তি এমনকি বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধির দিকেও নিয়ে যেতে পারে। অ্যাপ ও পোর্টালের সংখ্যা বাড়তে থাকায় মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার বিষয়টি এখন সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠছে। পরামর্শক ইয়ুস্টুস ম্যোলেনব্যার্গ বলেন, ''আমাদের প্রতিদিনকার জীবন সহজ করতে ফোন আর অ্যাপ ব্যবহার আরও সহজ করতে কাজ করছেন এই খাত সংশ্লিষ্ট মানুষেরা। ফোনে নতুন রেসিপি দেখা হোক কিংবা ওয়ার্কআউট। অনেক জরিপে দেখা গেছে, আমাদের স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় দিন দিন বাড়ছে।'' একজন জার্মান মাসে গড়ে ৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন।

অনেক মানুষ দিনে দুই থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্মার্টফোনে থাকেন। এটি একধরনের বাধ্যতামূলক আচরণ হয়ে উঠেছে। কোনো বিষয় সম্পর্কে হালনাগাদ থাকতে না পারার ভয়টা অনেক বড়। ''যেমন ইনস্টাগ্রাম রিলসের সেটিংসে গিয়ে আপনি ৫, ৬ বা ৮ ঘণ্টা বেঁধে দিতে পারেন। কিন্তু আমাকে সেটা দেখতে হবে। আরেকটা বিষয় হলো, মানুষ এখন দেখতে পারে যে, আমি বার্তাটি দেখেছি যেমন হোয়াটসঅ্যাপে নীল টিক, এবং এটা ডিফল্ট সেটিং। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়ার একটা সামাজিক চাপ থাকে, কারণ সম্পর্কটা যে গুরুত্বপূর্ণ, তা দেখানো প্রয়োজন,'' বলেন ম্যোলেনব্যার্গ। মহামারির সময় স্মার্টফোনের ব্যবহার আরও বেড়েছে, কারণ লকডাউনের সময় সামাজিক যোগাযোগ সীমত ছিল। আপনার হাতে স্মার্টফোন না থাকলে কি সেটি সমস্যার মনে হয়? মানুষের সঙ্গে দেখা করার গুরুত্ব কি আপনার কাছে কমে যাচ্ছে? মিডিয়ার ব্যবহার যে আর আপনার জন্য স্বাস্থ্যকর অবস্থায় নেই, এগুলো তার লক্ষণ। অ্যাপ মুছে ফেলা, আর সপ্তাহান্তে স্মার্টফোন ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন। আপনার ক্ষেত্রে কোনটা কাজ করে সেটি বের করা এবং প্রলোভন এড়াতে শেখা গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ুস্টুস ম্যোলেনব্যার্গ বলেন, ''নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি যে মিডিয়া ব্যবহার করছেন তাতে আনন্দ পাচ্ছেন কিনা। বিষয়টি আপনি নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যেমন স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে। সেই সময় শেষ হলে আপনার ফোনের রং ধূসর করে দিন, যেন অতটা বিভ্রান্তকর না থাকে। কিংবা নোটিফিকেশন মিউট করে দিন, যেন আপনার মনোযোগ নিয়মিত অন্যদিকে চলে না যায়।'' তাহলে আপনার সুখি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। ভার্চুয়াল জগতের চেয়ে বাস্তব জগৎ অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

ইউক্রেনের সদস্যপদ নিয়ে ইইউ'র সম্ভাব্য আলোচনায় ভেটো দেয়ার হুমকি হাঙ্গেরির

হেনরি রিজওয়েল

এই সপ্তাহে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া দুই দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনের ইইউতে যোগদান বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে কি না সে ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নেবে। এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরি ভেটো দেয়ার হুমকি দিচ্ছে।

রাশিয়া ইউক্রেনের পুরোদমে আক্রমণ শুরু করার কয়েক মাস পরে ২০২২ সালের জুন মাসে ইইউ ইউক্রেনের প্রার্থিতার মর্যাদা অনুমোদন করেছিল।

কিয়েভের সাথে আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন কি না, সে ব্যাপারে ইইউ রাষ্ট্রপ্রধানরা এই সপ্তাহে ১৪‑১৫ ডিসেম্বর ব্রাসেলসে হতে যাওয়া ইউরোপীয় কাউন্সিলের শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন।

সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের আগে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্যমিত্রো কুলেবা বলেন, তার দেশ ইতোমধ্যেই ইইউর দাবি অনুযায়ী অনেক সংস্কার সম্পন্ন করেছে।

বাধা দিচ্ছে একটিমাত্র ইইউ সদস্য রাষ্ট্র হাঙ্গেরি।

দেশটির সরকার বলছে, কিয়েভ ইইউতে যোগদানের আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত নয়। তারা যুক্তি দেয়, যুদ্ধের মধ্যে থাকা একটি দেশের ইইউর সাথে এই ধরনের আলোচনা শুরু করা উচিত নয়।

হাঙ্গেরির মন্ত্রীরা ইইউর ২০২৪ সালের বার্ষিক বাজেটে কিয়েভের জন্য প্রস্তাবিত ৫৪০০ কোটি ডলারের ইইউ সহায়তা প্যাকেজ এবং ইউক্রেনের সদস্যপদের আহ্বানে ভেটো দেয়ার হুমকি দিয়েছে।

ইউক্রেনের যোগদান নিয়ে হাঙ্গেরির সাথে ইইউ'র বিরোধ আইনের শাসন নিয়ে পৃথক একটি ইস্যুর কারণে জটিল রূপ ধারণ করেছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র থেকে পিছিয়ে আসার বিষয়ে উদ্বেগের কারণে ব্রাসেলস ইইউর কোভিড‑পরবর্তী প্রণোদনা তহবিল থেকে হাঙ্গেরির প্রাপ্য প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার আটকে রেখেছে।

ইইউ নেতারা রাশিয়ার ওপর আরোপ করতে যাওয়া নতুন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এর মধ্যে রাশিয়ার হীরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।

শীর্ষ সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে ইসরাইল‑হামাস যুদ্ধের ইস্যুটি প্রাধান্য পাবে। ইসরাইল‑অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকারী ইসরাইলি বসতি স্থাপনাকারীদের ওপর গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইইউ একই প্রকার পদক্ষেপ নেবে কি না সে বিষয়ে শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা করা হবে।

জানা অজানা

জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

বুধবার অধিবেশন শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে কপ টুয়েন্টি এইট সভাপতি সুলতান আল‍জাবের মূল নথির অনুমোদন দিয়েছেন। জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে বিশ্ব কতদূরে আছে এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায় কোনো মন্তব্য না করে এ ব্যাপারে নথিতে আলোচনা করা হয়েছে। নথির অনুমোদনের পর প্রতিনিধিরা দাঁড়িয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। জাতিসংঘের জলবায়ু কর্মকর্তা সাইমন স্টিয়েল প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেন, তাদের প্রচেষ্টা মানবতার জন্য মূল জলবায়ু সমস্যা ঃজীবাশ্ম জ্বালানি এবং পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার একটি সংকেত প্রদান।

তবে দুবাইয়ের সম্মেলনে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানির বিষয়ে উপসংহারে আসিনি এই পদক্ষেপটি শেষের শুরু মাত্র। নতুন চুক্তিটি বুধবার দিনের প্রথম দিকে অনুমোদিত হয়েছে। এটি কয়েক দিন আগে প্রস্তাবিত খসড়ার চেয়ে কঠোর ছিল, তবে এতে কিছু ত্রুটি ছিল যা সমালোচকদের বিচলিত করেছে। বিশ্লেষক আর প্রতিনিধিরা ভেবেছিলেন, এর বিশদ বিবরণ নিয়ে অধিবেশনে তর্ক‍বিতর্ক হবে, কিন্তু আল‍জাবের খুব দ্রুত তার বক্তব্য শেষ করেছেন।

সমালোচকদেরকে তিনি এমনকি গলা খাঁকারি দেয়ারও সুযোগ দেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত জন কেরি বলেছেন, এর মাধ্যমে পরিষ্কার হলো, ইউক্রেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে বিশ্ব যা দেখছে তা সত্ত্বেও বহুপাক্ষিকতা এখন কার্যকর আছে।

তিনি বলেন, এই নথিটি বিশ্বে অত্যন্ত শক্তিশালী বার্তা পাঠায়।

চুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির ব্যবহার তিনগুণ বৃদ্ধির এবং জ্বালানিশক্তির সক্ষমতা দ্বিগুণ করার আহ্বানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সম্মেলনে আলোচনার শুরুতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বিশেষ একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশগুলো ওই তহবিলে প্রায় ৮০ কোটি ডলার প্রদান করে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, রূপান্তরটি এমনভাবে করা হবে যাতে ২০৫০ সালে বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের হার শূন্যে নেমে আসে এবং যাতে বিশ্ব জলবায়ু বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুসরণ করতে পারে। সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি এনার্জি জাস্টিসের ডিরেক্টর জিন সু এপিকে বলেন, ২৮ বছরের মধ্যে এই প্রথম দেশগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি মোকাবিলা করতে বাধ্য করা হয়েছে।তাই সার্বিকভাবে দেখলে এটি একটি বিজয়। কিন্তু এর প্রকৃত খুঁটিনাটি খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

পাঠকের চিঠি

সড়কে মৃত্যুঃ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যে পার্থক্য

সড়ক দুর্ঘটনার খবর আজকাল অনেকটা গা সওয়া হয়ে যাওয়ায় বড় কোনো ঘটনা না ঘটলে এই খবর গুলো আজকাল আর গুরুত্ব দিয়ে পত্র পত্রিকায় ছাপাও হয়না। অন্যান্য গণমাধ্যমও যে এই খবর গুলোকে খুব গুরুত্ব দেয় তাও নয়। ফলে দুর্ঘটনার অনেক খবরই আড়ালে থেকে যায়। তৈরি হয় এক ধরনের তথ্য ঘাটতি, যে কারণে প্রায় কখনোই জানা সম্ভব হয় না সড়ক দুর্ঘটনার প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা আসলে কত। সরকারি পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে ভরসাস্থল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে কেবল পুলিশের দেওয়া তথ্য উপাত্তের উপর নির্ভর করেছে। তাতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রকৃত মৃত্যুর চেয়ে অনেক কম পাওয়া গেছে। মোটামুটি সবারই জানা সড়ক দুর্ঘটনার সব খবরই পুলিশে রিপোর্ট করা হয় না। ঘটনাস্থলে কারো মৃত্যু হলে পুলিশ হয়তো নিজ উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু দুর্ঘটনার পর হাসপাতাল কিংবা বাড়িতে কেউ মারা গেলে সেই হিসেব পুলিশের কাছে প্রায়ই থাকে না বলা চলে। রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি সম্প্রতি নিজস্ব সূত্র ব্যবহার করে সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য উপাত্ত প্রকাশ শুরু করছে। কিন্তু তাতেও ও গুরুতর তথ্য ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করা হয়। যাত্রী কল্যাণ সমিতির মতো বেসরকারি যেসব সংস্থা এ ধরণের তথ্য দিয়ে থাকে তার সাথে সরকারি হিসেবের বড় একটা ফারাক থেকে যাচ্ছে। বেসরকারি এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের মূল সূত্র গণমাধ্যম। তাতে যে সব খবর পাওয়া যায় না সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাহলে সড়ক দুর্ঘটনার আহত‍নিহতের প্রকৃত সংখ্যা জানার আর উপায় কি? বিশেষজ্ঞদের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্যউপাত্তকেই ধর্তব্যের মধ্যে নিতে আগ্রহী। বুধবার এক রিপোর্টে বিশ্বব্যাপি সড়ক দূর্ঘটনার একটা হিসেব প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কয়েক বছর পরপরই তারা এটা করে থাকে, যাতে বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশের হিসেব থাকে। ২০১২ সালে সরকারি হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২,৫৩৮। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে ২১, ৩১৬। এই হিসেবটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৫ সালে প্রকাশ করেছিল। ২০১৮ সালে এসে তারা আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে দেখা যায় সরকারি হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা ২,৩৯৬ হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে এটি ২৪,৯৪৪। **আজাদ মজুমদার,রাঁচি**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ঘোষিত বিদেশীদের জমির অধিকার, ভোটাধিকার কর্তনের নির্দেশ গুয়াহাটি হাইকোর্টের

ওয়ার্ক পারমিট সহ থাকবে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং খাদ্যের অধিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিদেশি তথা বাংলাদেশি নাগরিকদের সংক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ রায় দান। রাজ্য ইতিমধ্যে বিদেশি বলে ঘোষিত হওয়া ব্যক্তিদের জমির অধিকার কর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ঘোষিত বিদেশীদের ভোটাধিকার খর্ব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঘোষিত বিদেশীরা এবার থেকে রাজ্যে জমির এবং ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। এমনকি সরকারকে তাদের আগে থাকা জমি অধিকরণ করতে হবে। ভোটার তালিকা থেকেও তাদের নাম কর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাদেরকে নাগরিকত্বের পরিবর্তে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সেই সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং খাদ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট।

একদিকে অসমে ভারতীয় নাগরিকত্বের ভিত্তি বর্ষ ১৯৫১ কিংবা ১০৭১ সাল নির্ধারণ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকদিন শুনানি গ্রহণের পর রায়দান রিজার্ভ রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে এনআরসি পুনরিক্ষণের মাধ্যমে জালিয়াতি করে ভুয়া তথ্য দাখিল করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মাজুলী, বটদ্রবা এবং বরপেটা সত্র নগরে শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যক্তিদের জমি কেনার অধিকার দেওয়ার জন্য আইন সৃষ্টি করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর রাজ্যজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে এনআরসি সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে কংগ্রেস এবং বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ। তবে এবার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ঘোষিত বিদেশির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণরায় দান করেছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য রাজ্যে বিদেশি ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বহুবার উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। এক্ষেত্রে তথ্যের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে বিদেশি ন্যায়ধিকরণ অর্থাৎ ফরেনারস ট্রাইব্যুনাল বিদেশী ঘোষিত করা তিনটি মামলার ক্ষেত্রে লেখ

আবেদন দাখিল করে গুয়াহাটি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন সালেহা বিবি সহ তিনজন বিদেশি ঘোষিত ব্যক্তি। তিনটি লেখ আবেদনকে একত্রিত করে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু করে গুয়াহাটি হাইকোর্ট। অবশেষে গুয়াহাটি উচ্চতম আদালতের বিচারপতি অচিন্ত্য মল্ল বুজর বড়ুয়া এবং বিচারপতি রবিন ফুকনের আদালত এক্ষেত্রে রায় দান করেছে। গুয়াহাটি হাইকোর্টের এই রায় দান অনুসারে এবার থেকে অবৈধ নাগরিক তথা বিদেশি ঘোষিত ব্যক্তিদের কোনো ধরনের জমির অধিকার থাকবে না। এমনকি তাদের হাতে ইতিমধ্যে থাকা জমি অধিগ্রহণ করতে হবে সরকারকে। এক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট।

তাছাড়া বিচারপতি অচিন্ত্য মল্ল বুজর বড়ুয়া এবং বিচারপতি রবিন ফুকনের আদালত দেওয়া নির্দেশ অনুসারে বিদেশি ঘোষিত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থাকবে না। ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম কর্তন করতে হবে। এমনকি তারা কোনদিনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। তাছাড়া সরকারের যাবতীয় প্রকল্পের হিতাদিকারীর তালিকা থেকে ঘোষিত বিদেশীদের নাম কর্তন করতে হবে। তবে ঘোষিত বিদেশীদের ওয়ার্ক পারমিটের দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং খাদ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট।

ঘোষিত বিদেশীদের রাজ্যে কোথায় কোথায় অর্থাৎ কোন গ্রাম জেলা কিংবা ব্লকে জমি রয়েছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারকে একজন নডেল অফিসার নিযুক্তে করার নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট। একই সঙ্গে রাজস্ব গ্রাম এবং সেখানে বসবাস করা ব্যক্তিদের জরিপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে ৩২২৮১ জন ঘোষিত বিদেশি রয়েছেন। এরই মধ্যে বিদেশি সংক্রান্ত ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৯৬ টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান ৯৭৭১৪ টি বিদেশি সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন হয়ে রয়েছে। বিচারপতি অচিন্ত্য মল্ল বুজর বড়ুয়া এবং বিচারপতি রবিন ফুকনের আদালতের এদিনের রায় দানে এই বিষয়গুলি মুখে বলা হলেও পরবর্তীকালে সেটা আদেশ হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর এক্ষেত্রে আরও অধিক তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত নন্দবাবু সিংহের ফের তিনদিনের এসআইটির হেফাজতে, জামিন আবেদন খারিজ করে এসিএস ওয়াহিদা বেগমের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে এপিএস সুকন্যা বরার সম্পত্তির পাহাড় দেখে হতবাক, পাসপোর্ট খুজে হয়রান সিএম ভিজিলান্স

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এসআইটির নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মহানগরের সিআইডি কার্যালয়ে জেরার জন্য হাজির হতে চলেছেন এপিএস নিতুমনি দাস এবং ঋতুরাজ দলে। তবে এরই মধ্যে এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত নন্দবাবু সিংহের ফের তিনদিনের এসআইটির হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাছাড়া একইভাবে আদালত ওয়াহিদা বেগমের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে এপিএস সুকন্যা বরার সম্পত্তির পাহাড় দেখে হতবাক হয়ে পড়েছে সিএম ভিজিলান্স। তবে সুকন্যা বরা বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এই সন্দেহ খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে তার পাসপোর্ট খুজে হয়রান হয়ে পড়েছে তদন্তকারী সংস্থাটি।

প্রসঙ্গত বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ থাকা অনুযায়ী এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত ব্যক্তিদের এক এক করে ডেকে এনে ব্যাপক জেরা অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। এরই অংশ হিসেবে এবার এপিএস নিতুমনি দাস এবং ঋতুরাজ দলেকে ১৪ ডিসেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার জেরার জন্য সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অপরাধে ইতিমধ্যে দুই দিনের এসআইটির হেফাজতে ছিলেন নন্দবাবু সিংহ। দুই দিনের হেফাজত সম্পূর্ণ হওয়ার পর বুধবার তাকে ফের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তবে মামলার গুরুত্ব অনুভব করে আদালত শিলচর থেকে আটক করে নিয়ে এসে এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে ফের তিন দিনের এসআইটির হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। একইভাবে দুই দিনের এসআইটির হেফাজতে থাকা নগাঁও এর কর অধিক্ষক হিসাবে কর্মরত থাকা এসিএস ওয়াহিদা বেগম আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তার জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে ওয়াহিদা বেগমের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রাজ্যের সংগঠিত অত্যন্ত চঞ্চল সৃষ্টিকারী এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে সংগঠিত কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এই তদন্ত চলছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ২০১৫ সালে এপিএসসির তৎকালীন অধ্যক্ষ রাকেশ পালের সময়ে এসিএস হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সুকন্যা বরা। উল্লেখ্য এপিএস সুকন্যা বরা কামরূপ মেট্রো জেলার এডিসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় রাজ্যসভার সংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ফলে তিনি সিএম ভিজিলান্সের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত ১৪ জন ব্যক্তির মধ্যে চারজন এপিএস অফিসার রয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম এপিএস সুকন্যা বরা।

এদিকে মঙ্গলবার রাজ্যসভার সংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এপিএস সুকন্যা বরার মহানগরের গান্ধীবস্তি স্থিত বাসভবনে প্রায় চার ঘন্টা যাবৎ তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল সিএম ভিজিলান্স। এই তল্লাশি অভিযানে এপিএস সুকন্যা বরার বাড়ি থেকে একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি এবং বেশ কিছু গোপনীয় বিস্ফোরক নথি পত্র জব্দ করতে সক্ষম হয়েছিল সিএম ভিজিলান্স। সেখান থেকে তদন্তকারী দলটি সুকন্যা বরাকে সঙ্গে নিয়ে মহানগরের ছয়মাইল স্থিত সিন্ডিকেট আরকেডিয়া এ্যাপার্টমেন্টেও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে তদন্তকারী দলটি। সেখানেও বেশ কিছু সময় ধরে অব্যাহত ছিল সিএম ভিজিলান্সের তল্লাশি অভিযান।

কিন্তু এসিএস সুকন্যা বরার সম্পত্তির পাহাড় দেখে হতবাক হয়ে পড়েছে সিএম ভিজিলান্স। মাত্র ৮ বছরের চাকরিতে ১০ কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের চার স্থানে জমি ফ্ল্যাট থাকার পাশাপাশি পাঁচটি বিলাসী গাড়ি রয়েছে সুকন্যা বরার। মহানগরের দক্ষিণ শরনিয়া, কাহিনীপাড়াতে জমি রয়েছে। তাছাড়া জমি রয়েছে উত্তর গুয়াহাটি, আমিনগাঁও এবং হাজোতে। মরিগাঁও তে রয়েছে এসিএস সুকন্যা বরার ২৮ বিঘা জমি।গুয়াহাটি মহানগরের ছয়মাইল জয়নগর স্থিত সিন্ডিকেট আরকেডিয়া এ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে তার বিলাসী পেন্টহাউস। সেই ফ্ল্যাটে মার্বেলের কয়েক লক্ষ টাকার দরজা রয়েছে। তার প্লেটে থাকা ইমপোর্টেড এক একটি ফ্যানের দাম ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। সেই ফ্ল্যাটে এক একটি বিছানার মূল্য ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা। অত্যন্ত কৌশলগত ভাবে সুকন্যা বরা নিজের বাবার নামে জমি কিনে সেটা গিফট ডিডের মাধ্যমে নিজের নামে স্থানান্তরিত করতেন।

তবে তদন্তের আভাস পেয়ে সুকন্যা বরা আমিনগাঁও এর কিছু জমি আত্মীয়কে ফিরিয়ে দেওয়ার তথ্য পেয়েছে সিএম ভিজিলান্স। এদিকে তার ব্যাংকের একাউন্টে অনেক টাকা থাকার তথ্য পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থাটি। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ টাকার বীমা পলিসি রয়েছে এসিএস সুকন্যা বরার। মাত্র ৮ বছরের চাকরির সময় সীমার এই বৃহৎ সম্পত্তি গড়া সুকন্যা বরার অঘোষিত আরো সম্পত্তি রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এমনকি তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন বলে তথ্য পেয়েছে সিএম ভিজিলান্স। ফলে এবার এসিএস সুকন্যা বরার পাসপোর্ট খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েছে তদন্তকারী সংস্থাটি। পাসপোর্ট এর সন্ধানে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে সিএম ভিজিলান্স।

RASHTRIYAKHABAR.COM

টুকরো খবর

টিকিটের প্রত্যাশায় প্রার্থীদের ভিড় রাজীব ভবনে ক্রমশ উর্ধ্বগামী, তিন দিনে ২৮ জনের আবেদনপত্র সংগ্রহ

করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য ডঃ সালমান উদ্দিন চৌধুরী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে টিকিটের আবেদনের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা প্রদানে অসুবিধা নেই বলে মন্তব্য

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ শাসক পক্ষকে পিছনে ফেলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীত্ব কেন্দ্রিক তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের জন্য দলটি ইতিমধ্যে জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য টিকিটের আবেদনের প্রক্রিয়া তিন দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ মতে গত ১১ ডিসেম্বর থেকে প্রার্থীদের টিকিটের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই অনুযায়ী টিকিটের প্রত্যাশায় রাজীব ভবনে প্রার্থীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। তৃতীয় দিন মোট সাতজন নেতা এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে দলীয় টিকিটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ তিন দিনে আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছেন মোট ২৮ জন প্রার্থী। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য ডঃ সালমান উদ্দিন চৌধুরী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে টিকিটের আবেদনের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা প্রদানে অসুবিধা নেই বলে মন্তব্য করেছেন। মূলত ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কংগ্রেসের টিকিটের জন্য আবেদনের এই প্রক্রিয়াকে বারংবার সমালোচনা করেছে বিজেপি। তবে এর তোয়াক্কা না করে বিরোধী দলটি মহা সাড়ম্বরে ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে দলীয় প্রার্থীদের টিকিটের আবেদনের সুযোগ দিয়ে চলেছে। গত দুই দিনে রাজ্যের বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মোট ২১ জন প্রার্থী ইতিমধ্যে টিকেটের আবেদন করেছেন। এই ধারা অব্যাহত রেখে বুধবার আরো আটজন প্রার্থী দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। এদিন মূলত ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন মতিউর রহমান মন্ডল। তাছাড়া একই কেন্দ্রের জন্য আবু তাহের আলী বেপারী এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র জমা করেছেন। উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে পেশায় ব্রত থাকা আবু তাহের আলী বেপারী ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে তিনবার লোকসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের টিকিট চেয়েছিলেন। কিন্তু দল তাকে টিকিট দেয়নি। এমনকি আট বার বিধানসভা নির্বাচনের টিকেট চেয়েছিলেন তিনি। এরপরেও তাকে টিকেট দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ গত ৪০ বছরে ১১ বার কংগ্রেসের টিকিটের আবেদন জানিয়েছিলেন আবু তাহের আলী বেপারী। কিন্তু প্রত্যেকবার দল তাকে নিরাশ করেছে। তবে তিনি সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসী এবং এই দলের জন্য নিষ্ঠাবান এক কর্মী বলে মন্তব্য করেছেন আইনজীবী আবু তাহের আলী বেপারী। তিনি বলেন এবার হয়তো কংগ্রেস তাকে টিকেট দেবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যদি তিনি টিকিট পান তাহলে বদরুদ্দিন আজমলকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। অন্যদিকে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ডঃ সালমান উদ্দিন চৌধুরী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে টিকিটের আবেদনের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন এক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা দিতে তার কোন অসুবিধা নেই। ডঃ সালমান উদ্দিন চৌধুরী বলেন ছাত্র অবস্থায় তিনি এনএসইউআই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এরপর আইএফএস হিসাবে কর্মরত থাকার পর ২০২৩ সালে জানুয়ারিতে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। নিজের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের যোগদান করেছেন ডঃ সালমান উদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন কংগ্রেসের এক লক্ষ টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে শাসক পক্ষ সিন্ডিকেটের বিষয়টি উল্লেখ করার অর্থই তারাই সিন্ডিকেটে জড়িত। নির্বাচন কমিশন বিধায়কদের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা এবং সাংসদদের জন্য দেড় কোটি টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ করেছে। ফলে টিকেট সংগ্রহের ক্ষেত্রে যদি এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে সেটা সেই দেড় কোটি টাকার হিসাব থেকেই ধরা হবে। দলীয় টিকিটের জন্য এক লক্ষ টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কোনো আপত্তি কিংবা অসুবিধা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ডঃ সালমান উদ্দিন চৌধুরী। একইভাবে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক রাজু শাহু আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের টিকিটের জন্য এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন। দলের এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার বিষয়টিকে সমর্থন করে তিনি বলেন বর্তমান প্রতিটি জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই পরিস্থিতিতে দলীয় কাজকর্ম সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যদি প্রার্থীদের থেকে এক লক্ষ টাকা করে আদায় নিচ্ছে সেটাতে আপত্তি করার কিছু নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। কংগ্রেসের টিকেট প্রত্যাশী প্রাক্তন বিধায়ক রাজু শাহু বলেন দল পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফলে টিকিটের বিনিময়ে সংগ্রহ করা এই এক লক্ষ টাকা দলীয় কাজে ব্যয় করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

কোটশিলা থানার চেক্যা গ্রামের নিখোঁজ ১৩ বছরের ছাত্র

পুরুলিয়া (বিশাখা মাহলী) ঃ কোটশিলা থানার চেক্যা গ্রামের বুধবার সকাল ৮.৩০ নাগাদ হাটিয়া হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে কোটশিলা থানার চেক্যা গ্রামের সুশান্ত কুমারের ১৩ বছর বয়সী সেভেন ক্লাসের ছেলে চন্দন কুমার বাড়ি থেকে না জানিয়েই ট্রেনে টিকিট কেটে ইন্টারসিটি ট্রেনে চেপে দেয়। দীর্ঘ খোজাখোজির পর সন্ধ্যের সময় তার এক বন্ধুর মাধ্যমে চন্দনের পরিবার জানতে পারে যে, চন্দন কলকাতা যাওয়ার ট্রেনে চেপে দেয়। জানার পরেই পরিবার কোটশিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে ও ঝালদা স্টেশনেও খবর জানায়। এখন পর্যন্ত ছেলেটির কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। ট্রেনে চাপার সময় ছেলেটির পরনে ছিল কালো পেন্ট ও হলুদ জ্যাকেট। ছেলেটি দেখতে পাতলা লম্বা ও গায়ের রঙ ফর্সা। ছেলেটির পরিবারের ফোন নাম্বারটি হল ৬২৯৫৬২২৮৮৯ এবং ৬২৯৫৩২৭৪২২.

৩ রা জানুয়ারী সারদা মায়ের ১৭১তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ, স্বামীজীর জ্যান্ত দুর্গা

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ একদিন দক্ষিণেশ্বরে সারদা মা ঠাকুরের পদ সেবা করছিলেন।হঠাৎ করে মা ঠাকুর কে জিজ্ঞেস করলেন ,ঠাকুর,আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়।ঠাকুর বিন্দু মাত্র চিন্তা না করে বললেন,,যে মা মন্দিরে বসে আছে, যে মা আমায় জন্ম দিয়েছে আর যিনি আমার এখন পদ সেবা করছে,তিনজনকে ই এক বলে মনে করি।সত্য সত্যই তোমাকে মা আনন্দময়ী রূপে দেখতে পাই।ঠাকুর তাই মায়ের সম্পর্কে ভক্তদের বলতেন,,ও সারদা,স্বয়ং সরস্বতী,ও জগৎ কে জ্ঞান দিতে এসেছে।ওকি যে সে ও আমার শক্তি।ঠাকুর তাই মাঝে মাঝে তাঁর ভাগ্নে হৃদয় কে বলতেন,,,হৃদে, আমাকে তুই যা খুশি বলে যা তাতে আপত্তি নেই,এর মধ্যে যিনি আছেন তিনি রাগলে তবু রক্ষে কিন্তু তোর মামীকে যেন কোনোদিন অসম্মান করিস নে।ওর মধ্যে যে আছে, সে রাগলে তোকে ব্রহ্মা,বিষ্ণু মহেশ্বর ও রক্ষা করতে পারবে না। নরেন ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ মাকে প্রথম দর্শন করতে যান তখন তাঁকে প্রথম মা দুর্গা রূপে দেখেন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন।মা আশীর্বাদ করে বলেন,, এতদিন পরে মায়ের কাছে আসতে হয় বাবা।নরেন বলেন, এতদিন তো তুমি আমাকে ডাকনি মা,তাই আসি নি।আজ ডাকলে তাই এলাম।

পরবর্তী কালে স্বামীজি মায়ের সম্পর্কে বলেছিলেন, মা আমাদের জ্যান্ত দুর্গা।ঠাকুর চলে যান ক্ষতি নেই।মা গেলেই সর্বনাশ।শক্তি ছাড়া জগতের উদ্ধার হবে না।একদিন কোনো এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞেসকরেন,,,মা ,ঠাকুর কে সবাই ভগবান বলে,তাহলে আপনি কে। মা হেঁসে বললেন, ,কেন,আমিও ভগবতী। হ্যাঁ,সত্যই তিনি ভগবতী।ভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি।তিনিই সরস্বতী, তিনিই লক্ষী, তিনিই দুর্গা,তিনিইকালী, তিনিই জগদ্ধাত্রী, তিনিই সীতা রাধা,বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই এ যুগে মা সারদা।সেই আদি শক্তি মায়ের চরণে শত কোটি প্রণাম।

জনসনকে যেভাবে চুপ করতে বললেন ওয়ার্নার ও তাঁর স্ত্রী

পর্থ ঃ মিচেল জনসনের সমালোচনার জবাব ডেভিড ওয়ার্নার মুখে দিয়েছিলেন খুব হালকাভাবেই। অনেকটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টের প্রথম দিন তিনি যে জবাবটা দিয়েছেন, সেটি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ফাস্ট বোলারের জন্য বেশ কড়াই। একজন ক্রিকেটারের জন্য সমালোচনার সবচেয়ে জুতসই জবাব পারফরম্যান্স দিয়েই। ২১১ বলে খেলেছেন ১৬৪ রানের ইনিংস। শতকের পর উদ্‌যাপনে ওয়ার্নার 'চুপ' করতে বলার ভঙ্গি করেছেন, সেটিও জনসনকে উদ্দেশ্য করেই। রেডিও ধারাভাষ্য দিতে মাঠেই ছিলেন জনসন। ওয়ার্নারের মতো জবাব দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ক্যানডিস ওয়ার্নারও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শুধু একটা ক্রিকেটীয় শব্দ আর একটি 'ইমোজি' ব্যবহার করেই ক্যানডিস জনসনকে যা বলার বলে দিয়েছেন। পার্থ টেস্টে শতরান করার পর ওয়ার্নারের একটি ছবি পোস্ট করেছেন তাঁর স্ত্রী। তাতে বড় হরফে লেখা 'সেঞ্চুরি'। ছবির ওপর যে ইমোজিটা ব্যবহার করেছেন, সেটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কাউকে চুপ করতে বলার। পাকিস্তানের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজই ওয়ার্নারের ক্যারিয়ারের শেষ। জানুয়ারিতে সিডনি টেস্টই হবে তাঁর শেষ ম্যাচ। এমন ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ভালো লাগেনি জনসনের। তিনি ওয়ার্নারের এমন অবসর ঘোষণার এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন পত্রিকায় লেখা এক কলামে। এমনকি ওয়ার্নারকে পার্থ টেস্টের দল থেকে বাদ দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই বাঁহাতি ফাস্ট বোলার

২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সেই বল টেম্পারিং বিতর্কের প্রসঙ্গও টেনে এনে বলেছিলেন, ওয়ার্নারের মতো কারও বিদায়ী সংবর্ধনা পাওয়া উচিত নয়।

আজ শতকের পর নিজের উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে ওয়ার্নার বলেছেন, 'আপনারা দেখেছেন, এটা কী ছিল। এটা ছিল সুন্দর করে, ছোট করে সবাইকে চুপ করতে বলা। যে কেউ আমাকে নিয়ে লিখতে পারে, শিরোনাম দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাতে আমার কিছু যায়আসে না। ব্যাপারটা হলো, মাঠে নেমে আমাকে আমার কাজটি করতে হবে। আর আমি যেভাবে চাই, সেভাবে উদ্‌যাপন করতে বাধা নেই।'

এর আগে জনসনের কলাম বেশ আলোচনা তুললেও ওয়ার্নার সেই কথার জবাবটা ফক্স স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানে দিয়েছিলেন এভাবে, 'এমন শিরোনাম ছাড়া গ্রীষ্ম জমে নাকি। ব্যাপারটা যা, তাই! সবারই নিজস্ব মতামত আছে, তারা সেটি দিতে পারে। আমি তো সামনে তাকিয়ে আছি। ভালো একটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে আছি।' বিশ্বকাপটা দারুণ কাটলেও টেস্টে পারফরম্যান্স সম্প্রতি সুবিধার ছিল না ওয়ার্নারের। আজকের আগে গত ২৫ টেস্টে তাঁর শতক ছিল মাত্র ১টি। ২০২২ সালের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজের শততম ম্যাচে দ্বিশতক করেছিলেন তিনি।

জয়াসুরিয়া এবার শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট পরামর্শক

কোলম্বো ঃ সাবেক অধিনায়ক সনাৎ জয়াসুরিয়াকে ক্রিকেট পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সে দেশের বোর্ড। এর আগে ২০১৩ সালে এসএলসির প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন জয়াসুরিয়া। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। এসএলসি বলেছে, তাদের জাতীয় কার্যক্রমগুলো যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পেশাদারত্ব অর্জন করতে পারে, জয়াসুরিয়া এবার সে দায়িত্ব পালন করবেন। 'উৎকর্ষ' আনতে সব খেলোয়াড় ও কোচ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে তাঁর। এ উদ্দেশ্যে হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অনুশীলন ও কোচিংয়ের চাহিদা দেখভাল করবেন তিনি। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্কিল প্রোগ্রামও চালানোর কথা তাঁর। ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য জয়াসুরিয়া ওয়ানডে ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। প্রায় ২২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১১০টি টেস্টের সঙ্গে তিনি খেলেছেন ৪৪৫টি ওয়ানডে ও ৩১টি আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে করেছেন ২১ হাজারের ওপর রান, ৪২টি শতকের পাশাপাশি ৪৪০টি উইকেট আছে তাঁর। অবশ্য খেলোয়াড়ি জীবনের পর কলঙ্কও সঙ্গী হয়েছে সাবেক লঙ্কান অধিনায়কের। ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কায় দুর্নীতির তদন্তে অসহযোগিতার দায়ে তাঁকে সব রকমের ক্রিকেটসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ২০২১ সালে মেলবোর্নের একটি ক্লাবে কোচিং করিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে জয়াসুরিয়ারটি হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় বড় নিয়োগ। এর আগে গতকাল নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করে এসএলসি। সাবেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান উপুল থারাঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এ কমিটিতে আছেন অজন্তা মেন্ডিস, ইন্ডিকা ডি সরম, থারাঙ্গা পরানাভিতানা ও দিলরুয়ান পেরেরা। এর আগে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের কথা জানান দেশটির নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী। সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড আপাতত আছে আইসিসির নিষেধাজ্ঞায়। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের। আগামী মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি টোয়েন্টি খেলবে শ্রীলঙ্কা।

'আমি একজন গর্বিত মুসলিম ও ভারতীয়, সমস্যার কী আছে' ঃ শামি

কলকাতা ঃ ভারতকে গত মাসে বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলায় দারুণ অবদান ছিল মোহাম্মদ শামির। ৭ ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন এই পেসার। তবে বিশ্বকাপের মাঝেই এক বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল শামির। ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে 'সিজদা' দেওয়ায় সমর্থকদের রসিকতার শিকার হয়েছিলেন। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'আজ তক'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় এ নিয়ে মুখ খুলেছেন শামি। বিশ্বকাপের লিগ পর্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে মাঠেই সিজদা দিয়েছিলেন শামি। মুসলিম হওয়ায় ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই এভাবে নিজের সাফল্য উদ্‌যাপন করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে রসিকতায় মেতে উঠেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। 'আজ তক'-এর সঞ্চালক এই প্রসঙ্গ জানতে চাইলে শামি বলেছেন, 'আমি প্রার্থনা করতে চাইলে কে ঠেকাবে? আমি অন্তত কারও প্রার্থনা থামাব না। আমি প্রার্থনা করতে চাইলে করব, তাতে সমস্যার কী আছে? আমি একজন মুসলিম, সেটা গর্ব নিয়েই বলব। আমি একজন ভারতীয়, সেটাও গর্ব নিয়েই বলব। এতে সমস্যার কী আছে?'

খেলাধুলায় ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার 'অর্জুনা অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন শামি। সেটি করেছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে' মন্ত্রণালয়ের সূত্র মারফত জানিয়েছে, এই পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকায় শুরুতে ছিলেন না শামি। তাঁর নামটা রাখতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে বিশেষ অনুরোধ করেছে বিসিসিআই। তবে 'আজ তক'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় বিশ্বকাপে সিজদার জন্য রসিকতার শিকার হওয়া নিয়ে সোজাসাপটা ভাষায় নিজের ভাবনাটাই জানিয়েছেন শামি, 'প্রার্থনার জন্য আমার যদি কারও অনুমতি নিতে হয়, তাহলে এই দেশে আছি কেন? ৫ উইকেট নিয়ে এর আগে কি আমি কখনো এটা করেছি? অনেকবারই তো ৫ উইকেট পেয়েছি। আপনি বলুন কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে, সেখানেই করব।' বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ৪ ম্যাচে দলে জায়গা পাননি শামি। এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ টানা ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ২৪ উইকেট। বোলিং গড় ১০.৭০। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শামির খেলার সম্ভাবনাই বেশি। সেঞ্চুরিয়ানে হবে প্রথম টেস্ট। ৩ জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে কেপটাউনে।

আন্তর্জাতিক সমর্থন না থাকলেও গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবে ইসরায়েল

ইসরায়েল (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তারা গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং 'কোন কিছুই তাদের থামাতে পারবেনা'। ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে একটি সামরিক ঘাটিতে সৈন্যদের উদ্দেশে কথা বলার সময় মি. নেতানিয়াহু বলেন, বিজয় অর্জন এবং হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কোন কিছুই আমাদের থামাতে পারবে না। আমরা শেষ পর্যন্ত যাব, বিজয় পর্যন্ত। এর চেয়ে কম হবেনা, বলেন মি. নেতানিয়াহু। ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আন্তর্জাতিক সমর্থন থাকুক কিংবা না থাকুক তারা গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। এই মুহূর্তে গাজায় যুদ্ধ বিরতি হলে সেটি হামাসের হাতে একটি 'উপহার তুলে' দেবার মতো হবে এবং তারা আবারো সংগঠিত হবার সুযোগ পাবে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর হামলায় গাজায় বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং চরম মানবিক সংকট তৈরি হবার কারণে ইসরায়েল ব্যাপক চাপের মুখে রয়েছে। গাজায় যুদ্ধ বিরতির আহবান জানিয়ে মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও বলেছেন যে গাজায় নির্বিচারে বোমা হামালার কারণে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সমর্থন হারাচ্ছে।

গাজায় চলমান ইসরায়েলের হামলা নিয়ে জাতিসংঘের সাথে দেশটির সম্পর্ক সর্বকালের সবচেয়ে তলানিতে এসে ঠেকেছে।

অন্যদিকে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়ে একটি টেলিভিশন ভাষণে বলেছেন, ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধের জন্য তিনি যে কোন উদ্যোগে রাজি আছেন।

কবে হামাসকে বাদ দিয়ে কোন আয়োজন করা যাবেনা বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে ইসরায়েল হামাসকে নির্মূল করতে চায়।

এদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে সংঘর্ষের সময় তাদের ১০ সেনা নিহত হয়েছে।

গাজায় স্থল অভিযান শুরুর পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর জন্য এটি ছিল সবয়ে ভয়ঙ্কর দিন।

নিহত ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে একজন লেফট্যানেন্ট কর্নেল রয়েছেন, যার শেষকৃত্য বৃহস্পতিবার জেরুসালেমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হামাসের হাতে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব নাগরিক জিম্মি হিসেবে আটক রয়েছেন তাদের পরিবারের সাথে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈঠক করেছেন।

জিম্মিদের পরিবারের সাথে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এটাই সরাসরি বৈঠক। হোয়াইট হাউজে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনও উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারী যেসব চরমপন্থি ইহুদি ফিলিস্তিনিদের উপর আক্রমণ করেছে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেবার আহবান জানিয়েছে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেইন।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট বলেন, বসতি স্থাপনকারীদের চরমপন্থিদের দ্বারা সহিংসতায় পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের জীবনে চরম সংকট তৈরি হয়েছে।

এ সংঘাতের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা ফিকে হয়ে আসছে এবং এর মাধ্যমে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করে দেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট। জাতিসংঘ এবং অনেক দেশ মনে করে যে পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপন করা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু পশ্চিমতীরে তীরে বসবাসরত ইসরায়েলিরা সেটির চরম বিরোধিতা করে। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করা নেতানিয়াহু সরকারের প্রধান এজেন্ডা। কিন্তু এ বিষয়টি ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিরোধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুধবার গাজার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। একই সাথে প্রবল বৃষ্টির কারণে তাবুতে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ মানুষ চরম দুর্দশায় পড়েছে।

জাতিসংঘের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেছেন, ফিলিস্তিনি এলাকায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে এবং জনবহুল আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে গেছে।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, গাজায় 'নির্বিচারে বোমা হামলা' চালানোর কারণে ইসরায়েল বিশ্বজুড়ে সমর্থন হারাচ্ছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনএর তরফ থেকে ইসরায়েলের নেতৃত্বের সমালোচনা করে এটাই সবচেয়ে কড়া বিবৃতি।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালে পুনরায় নির্বাচনের প্রচারণায় ডেমোক্রেট দলের ডোনারদের অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসব কথা বলেন। গত সাতই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের ভেতরে হামলা চালানোর পর থেকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে এসেছেন। ইসরায়েল তার নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে পারে। এছাড়া তাদের পাশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আছে, পুরো বিশ্ব আছে।

কিন্তু নির্বিচারে বোমা হামলার মাধ্যমে তারা সে সমর্থন হারাচ্ছে, বলেন মি. বাইডেন। তিনি একথাও বলেন যে হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের সমালোচনা করলেও গাজায় সামরিক অভিযানের জন্য আমেরিকা যে সহায়তা দিচ্ছে তা থেকে সরে আসার কোন ইঙ্গিত দেননি। গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের সাথে মতপার্থক্যের বিষয়টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনের সাথে দুই রাষ্ট্র সমাধানে যাবার বিরোধিতা করছেন।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমেরিকার শীর্ষ কূটনীতিকরা দুই রাষ্ট্র সমাধানের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসছেন।

টুকরো খবর

বাংলাদেশে তিন তালাকে বা মৌখিক তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বৈধ?

ঢাকা ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশে জামালপুরের মেলান্দহে মসজিদের মাইকে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ঘোষণা দিয়ে এক ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আলোচনায় উঠে এসেছেন। গত পাঁচই ডিসেম্বর মেলান্দহ উপজেলার চরবানিপাকুরিয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানান, সেদিন আসরের নামাজের পর মসজিদে প্রবেশ করে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তটি মাইকে ঘোষণা করেন ওই ব্যক্তি। এ ঘটনার পর নানা সমালোচনার মুখে পড়লে নিজের ফেসবুকে অ্যাকাউন্টে লাইভে এসে নিজের এমন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দেন তিনি। ওই ব্যক্তি বলেন, এর আগেও বেশ কয়েক বার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দিয়েছেন। তবে বারবারই তার স্ত্রী ফিরে আসার কারণে এবার এলাকার সবাইকে জানিয়ে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর তাই মসজিদের মাইকে তালাকের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। তবে মৌখিক তালাক বা তিন তালাক দিলে কি আসলেই বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়?

মৌখিক তালাক বা তিন তালাক নিয়ে ২০১৭ সালে ভারতের এক আদালত এক রায় দিয়েছিলো যেখানে, তিন তালাককে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও আইন অনুযায়ী, তিন তালাক উচ্চারণের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদ বৈধ নয়। আইন বিশেষজ্ঞ মিতি সানজানা বলেন, বিয়ের নিবন্ধন হয়ে থাকলে সেটির মৌখিকভাবে তালাক আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় । তিনি বলেন, আইন না মেনে তালাক দিলে সেটি তালাক হয় না। কিন্তু কেউ যদি আইন মেনে তালাক দিতে চায়, তাহলে তা ঠেকানোর কোন উপায় নেই। সেক্ষেত্রে এক পক্ষ যদি তালাক দিতে নাও চায়, তারপরও তালাক কার্যকর হবে। কোনও পক্ষ যদি আইনের মাধ্যমে একটি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তাহলে কোনও কারণ দেখানোরও প্রয়োজন নেই। পারস্পরিক বনিবনা হচ্ছে না, এই কারণ দেখিয়েও কেউ তালাক দিতে পারবে। বাংলাদেশে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাকের বিষয়টি নিয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, স্বামী বা স্ত্রী যে কেউই চাইলে পরস্পরকে তালাক দিতে পারে। তবে তার জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চান তাহলে তাকে তালাক উচ্চারণ করার পর তার সিদ্ধান্তের কথা স্থানীয় চেয়ারম্যানকে জানিয়ে নোটিশ দিতে হবে। আইন বিশেষজ্ঞ মিতি সানজানা বলেন, কেউ তালাক দিতে চাইলে সে যে কোনও পদ্ধতিতে তালাক ঘোষণা করতে পারবেন। তারপর অন্য পক্ষ বা যাকে তালাক দেয়া হচ্ছে, সে যে এলাকায় বাস করেন, সেই এলাকার স্থানীয় চেয়ারম্যানকে নোটিশের মাধ্যমে জানাতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌরসভা মেয়র বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হবে। এই নোটিশের একটি নকল কপি যাকে তালাক দেয়া হচ্ছে তার কাছেও পাঠাতে হবে। এই নোটিশ কত দিনের মধ্যে পাঠাতে হয় এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী বলা আছে যে, তালাক ঘোষণার পর যত শীঘ্র সম্ভব এই নোটিশ পাঠাতে হবে। এটি ডাকযোগেও পাঠানো যায় বা সরাসরিও হস্তান্তর করা যায়। মিজ সানজানা জানান, চেয়ারম্যান অথবা মেয়রের কাছে যেদিন নোটিশ পাঠানো হবে তার থেকে পরবর্তী ৯০ দিনের পর তালাক কার্যকর হয়ে যায় বা বিয়ে বিচ্ছেদ হয়। তবে এই ৯০ দিনের মধ্যে একটি সালিশি পরিষদ গঠন করা হয়ে থাকে এবং দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। এই সালিশি পরিষদে একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং দুই পক্ষের এক জন করে প্রতিনিধি থাকেন। ৯০ দিন সময়কে ইদ্দতকালীন সময় বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে যদি দুই পক্ষই রাজি থাকে তাহলে তারা সমঝোতার মাধ্যমে তালাক তুলে নেয়া সম্ভব। তবে ৯০ দিনের মধ্যে যদি সালিশির কোন উদ্যোগ নেয়া না হয়, তাহলে সেই তালাক কার্যকর হয়ে যায়। আর তালাকের সময় যদি স্ত্রী গর্ভবতী থাকেন তাহলে প্রসব ও ইদ্দতকালীন সময় - যেটি পরে হবে সেই সময়ের পর তালাক কার্যকর হবে। তালাক কার্যকর হওয়ার পর যে পক্ষই তালাক দিক না কেন, যে কাজী অফিসের মাধ্যমে তালাকের নোটিশ সম্পন্ন করা হয়েছে, সেখানেই তালাকটিও নিবন্ধন করাতে হবে। বাংলাদেশে তিন তালাকের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে এমন ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা দেয়ারও কথা বলা হয়ে থাকে। তবে আইন বিশেষজ্ঞ মিতি সানজানা বলেন, এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা হয় যে বিয়েটা নিবন্ধিত করা হয়েছে কি না এবং বিয়ে সংক্রান্ত দলিল আদালতে হাজির করা সম্ভব হবে কি না। ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব মুসলিম নাগরিকের বিয়ে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, কোনও প্রথা বা আচার অনুষ্ঠানে যাই থাকুক না কেন, বিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। একই ভাবে তালাকও কার্যকর হওয়ার পর পর তা নিবন্ধন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মিতি সানজানা বলেন, যেসব বিয়ের নিবন্ধন করা হয় না, সেক্ষেত্রে নানা ধরণের জটিলতা দেখা দেয়। এমন অবস্থায় বিয়ে নিবন্ধন করা না থাকলে মৌখিক তালাক দেয়া হলে, আইনি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়। কারণ যে বিয়েই প্রমাণ করা যায় না, তার তালাকের বিষয়টি নিয়েও জটিলতা হয়। সেক্ষেত্রে হয়তো একটা মৌখিক তালাকের মাধ্যমে সম্পর্কটা থেকে সহজেই বের হয়ে যেতে পারে যদি না অপর পক্ষ আদালতে গিয়ে তার যে বিয়ে হয়েছে তা প্রমাণ করতে না পারে। আইন মেনে যদি কেউ তালাক না দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার একটি সুযোগ রয়েছে বলেও জানান তিনি।

ভরণপোষণ ও দেনমোহর ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, কোন দম্পতির যদি সন্তান থাকে তাহলে তারা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণপোষণের দায়িত্ব বাবার উপর থাকবে। কেউ গর্ভবতী হওয়ার পর তালাক হলে সেই গর্ভের সন্তানের দায়িত্বও বাবাকেই নিতে হবে। বিয়ের সময় যে দেনমোহর নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি যদি বিয়ের সময় আদায় করা না হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী, স্ত্রী যখন চাইবে, সেই সময়েই তাকে তার দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে। তিনি যদি তালাকের সময় দেনমোহর দাবি করেন তাহলেও তা পরিশোধ করতে হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
15:12:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশে চার হাজার কিলোমিটার উন্মুক্ত রেলপথকে নিরাপদ রাখা কি সম্ভব?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে একটি ট্রেনের সাতটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনার পর পুলিশ বলছে দুর্বৃত্তরা রেললাইন গলাতে অক্সিঅ্যাসিটিলিনের ব্যবহার করেছে এবং স্লিপার কেটে ফেলায় অন্তত একশো মিটার লাইন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে লাইনটির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। রেল কর্মকর্তারা বলছেন গাজীপুরের ভাওয়াল স্টেশনের কাছে ওই ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় একজন যাত্রী নিহত হয়েছে এবং লাইনটির যেভাবে ক্ষতি করা হয়েছে তাতে আরও বড় দুর্ঘটনার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশের ঢাকার রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ নূরুল ইসলাম বলেছেন এটি নাশকতার ঘটনা, কারণ রেললাইনকে অক্সিঅ্যাসিটিলিনের মাধ্যমে গলিয়ে ফেলা হয়েছে। এই রেললাইন গলানোর জন্য দুই হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা দরকার হয়। প্রসঙ্গত, অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন গ্যাসের মিশ্রণে গঠিত অক্সিঅ্যাসিটিলিন লোহা বা ধাতব পদার্থ গলাতে ব্যবহার করা হয়। তবে এ ঘটনার পর দেশজুড়ে বিস্তৃত রেললাইনের নিরাপত্তার বিষয়টি আবারো সামনে এসেছে এবং রেল কর্মকর্তারা বলছেন এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে আরও কিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

ভারতের অরুণাচল প্রদেশে ৬০০ মার্কিন বিমান ভেঙে পড়ার অজানা কাহিনী

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ভারতের অরুণাচল প্রদেশে একটি নতুন সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের দুর্ঘটনায় পড়া মার্কিন বিমানগুলির ধ্বংসাবশেষ রাখা আছে। সেসব থেকে বিবিসির সংবাদদাতা সৌতিক বিশ্বাস একটি সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের কাহিনী তুলে ধরেছেন।

ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ২০০৯ থেকে খোঁজ চালাচ্ছে ভারতীয় ও মার্কিন দল। সেখানে ৮০ বছরেরও আগে ভেঙে পড়া শয়ে শয়ে বিমানের ধ্বংসাবশেষ ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের দেহাবশেষ খোঁজার কাজ চালাচ্ছিলেন তাঁরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৪২ মাস ব্যাপী সামরিক অভিযানের সময় প্রায় ৬০০ মার্কিন পরিবহন বিমান ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভেঙে পড়েছিল। তাতে কমপক্ষে ১,৫০০ বিমানবাহিনীর সদস্য এবং যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। হতাহতদের মধ্যে আমেরিকান ও চীনা পাইলট, রেডিও অপারেটর এবং সৈন্যরা ছিলেন।

সে সময়ে এই বিমান অভিযানটি চালানো হত ভারতের আসাম ও বাংলা থেকে কুনমিং এবং চুংকিং (বর্তমানে চংকিং নামে পরিচিত) পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য ছিল কুনমিং ও চুংকিং এ মোতায়েন চীনা সৈন্যদের সাহায্য করা।

অক্ষ শক্তি (জার্মানি, ইতালি, জাপান) এবং মিত্রপক্ষ (ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন) মধ্যে চলা যুদ্ধ ব্রিটিশ শাসিত ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে পৌঁছে গিয়েছিল।

ভারতের সীমান্তে জাপানিরা অগ্রসর হওয়ায় উত্তর মায়ানমার (তখন বার্মা নামে পরিচিত) মধ্য দিয়ে চীনে পৌঁছনোর স্থল পথ বন্ধ যায়। সেই পরিস্থিতিতে ঐ বিমান পথটি 'লাইফ লাইন' হয়ে ওঠে।

এই মার্কিন সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে। এই আকাশ পথ দিয়ে মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলো ৬৫০,০০০ টন বোমা সরবরাহ করেছিল।

মিত্র পক্ষের জেতার পিছনে এই এয়ার করিডরের অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিমানচালকেরা এই দুর্গম পথটির নাম দিয়েছিলেন 'দ্য হাম্প'।

প্রসঙ্গত, পূর্ব হিমালয়ের বিপজ্জনক উচ্চতায় (বর্তমানের অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত) চলাচল করতে হত ওই বিমানগুলিকে।

গত ১৪ বছরে পর্বতারোহী, ছাত্র, চিকিৎসক, ফরেনসিক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং উদ্ধার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত ইন্দো-আমেরিকান দলগুলি ঘন গ্রীষ্মমন্ডলীয় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মায়ানমার ও চীনের সীমান্তবর্তী অরুণাচল প্রদেশের ১৫,০০০ ফুট (৪,৫৭২ মিটার) উচ্চতায় পৌঁছেছে।

তাঁদের মধ্যে মার্কিন প্রতিরক্ষা যুদ্ধবন্দী এমআইএ অ্যাকাউন্টিং এজেন্সির (ডিপিএএ) সদস্যরাও রয়েছেন। 'ডিপিএএ' একটি মার্কিন সংস্থা যা কর্মক্ষেত্রে নিখোঁজ সৈন্যদের নিয়ে কাজ করে। এই দলগুলো স্থানীয় উপজাতিদের সাহায্যে মাসব্যাপী অভিযান শেষে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে, কমপক্ষে ২০ টি বিমান এবং বেশ কয়েকজন নিখোঁজ বিমানকর্মীর দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছে।

কাজটা কিন্তু বেশ চ্যালেঞ্জিং। সড়ক পথে দু'দিন যাত্রার পরে, ছয় দিন পায়ে হেঁটে, এর আগে দুই দিনের সড়ক ভ্রমণের পর হয়ত কোনও একটি দুর্ঘটনাস্থল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। একবার তুষারঝড়ের আঘাতে একটি দল তিন সপ্তাহ পাহাড়ে আটকা পড়েছিল।

পুরো অভিযানের এলাকা সমভূমি থেকে শুরু করে পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত, এটি একটি চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ড। আবহাওয়া সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজের জন্য আমরা শুধুমাত্র শরতের শেষে এবং শীতের শুরুটুকু পেয়ে থাকি, এই অভিযানের সাথে জড়িত ফরেনসিক নৃবিজ্ঞানী উইলিয়াম বেলচার বলেন।

আবিষ্কৃত বস্তুর তালিকায় রয়েছে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, ফিউসেলেজ বিভাগসহ বিভিন্ন জিনিস। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মাথার খুলি, হাড়, জুতা এবং ঘড়ি পাওয়া গিয়েছে এবং মৃতদের শনাক্ত করতে ডিএনএ নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে নিখোঁজ বিমানকর্মীর নামের প্রথম অক্ষরের ব্রেসলেট। হৃদয়বিদারক এই অবশেষটি প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন একজন গ্রামবাসী। পরে যা একজন থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর হয়েছে।

কয়েক বছর ধরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা বেশ কয়েকটি বিমান দুর্ঘটনাস্থল পরিষ্কার করেছেন। উদ্ধার হওয়া ধ্বংস্বাংসাবশেষের কিছু অংশ অ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ হিসাবেও বিক্রি করা হয়েছে।

বিমানগুলির ধ্বংসাবশেষ এবং অভিযান শেষে খুঁজে পাওয়া অন্যান্য বস্তু এখন ঠাঁই পেয়েছে 'দ্য হাম্প মিউজিয়াম'-এ। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশের একটি মনোরম শহর পাসিঘাটে সদ্য উদ্বোধন হয়েছে এই সংগ্রহশালার।

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি গত ২৯ নভেম্বর এই সংগ্রহের উদ্বোধন করে বলেন, শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশ বা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য, এটি ভারত এবং বিশ্বের জন্যও একটি উপহার।

সংগ্রহশালার পরিচালক ওকেন তাইয়েং বলেন, এটি অরুণাচল প্রদেশের সমস্ত স্থানীয়দের স্বীকৃতি, যাঁরা অন্যদের স্মৃতিকে সম্মান জানানোর এই অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন এবং এখনও রয়েছেন।

ওই পথে বিমান ওড়ানোর ঝুঁকির বিষয়টি সংগ্রহশালায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মার্কিন বিমানবাহিনীর বিমানচালক মেজর জেনারেল উইলিয়াম এইচ টুনার স্মৃতির পাতা ঘেঁটে জানিয়েছেন বিপজ্জনক সে সব অভিযানের কথা। তিনি জানিয়েছেন কী ভাবে সি৪৬ কার্গো বিমানটি খাড়া ঢাল, প্রশস্ত উপত্যকা, সংকীর্ণ স্রোত এবং গাঢ় বাদামী নদীর উপর দিয়ে উড়ে যেত।

প্রায়শই তরুণ এবং সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিমানচালকেরা 'নেভিগেশনের' কাজ করতেন। অশান্ত ছিল সেই আকাশপথে।

মি টুনার জানিয়েছেন, 'হাম্প'-এর আবহাওয়া পরিবর্তন হত 'মিনিটে মিনিটে'। বিমান যে পথ দিয়ে উড়ে যেত, তার একটি প্রান্ত হয়ত ভারতের নিচু, জলীয়বাষ্পে ভরা জঙ্গলের উপর দিয়ে গিয়েছে, আর অপর অংশটি অবস্থিত পশ্চিম চীনের এক সমান উঁচু মালভূমিতে।

ঝড়ো হাওয়ায় আটকে পড়া ভারী পণ্য বোঝাই পরিবহন বিমানগুলি দ্রুত পাঁচ হাজার ফুট নিচে আর তারপরে একই গতিতে দ্রুত উঠে যেতে পারত। উইলিয়াম এইচ টুনার তাঁর লেখায় জানিয়েছেন এমনই একটি অভিজ্ঞতার কথা-কীভাবে, ২৫ হাজার ফিট উচ্চতায় ওড়ার সময় ঝড়ো হাওয়ার আটকে পড়ার পর উল্টে গিয়েছিল। নেভিগেশন সরঞ্জাম গুলির সাহায্যে বিমানগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বসন্তের বজ্রপাত, ঝড়ো বাতাস, তুষারপাত এবং শিলাবৃষ্টি। লাইফ ম্যাগাজিনের সাংবাদিক থিওডোর হোয়াইট 'হাম্প'-এর বিমানপথে পাঁচবার উড়ে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্যারাসুট বিহীন চীনা সৈন্যদের বহনকারী একটি বিমানের পাইলট তার বিমানটিতে বরফ জমে যাওয়ার পর ক্র্যাশ-ল্যান্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কো-পাইলট এবং রেডিও অপারেটরের কোনও মতে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ওই সাংবাদিকের কথায়, একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছের উপর অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা এবং স্থানীয়রা খুঁজে পাওয়ার আগে প্রায় ১৫ দিন ঘুরে কাটাতে হয়েছিল।

প্রত্যন্ত গ্রামগুলির স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রায়শই দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে এবং সুস্থ করে তুলতেন। (পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল ওই বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং কোনও প্রাণহানি হয়নি।)এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই, রেডিওতে ক্রমাগত 'মে ডে' কল আসতে থাকত। স্মৃতির পাতা ঘেঁটে উইলিয়াম এইচ টুনার জানিয়েছেন, নিয়ম না মেনেই বিমানগুলি যেভাবে ওড়ানো হত, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই দুরঘটনাগ্রস্ত হয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ত সেগুলো। অনেক সময়য়েই বিমানচালকেরা জানতেন না তাঁদের ৫০ মাইলের মধ্যে কি রয়েছে।

শুধু একটি ঝড়েই নয়টি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ২৭ জন বিমানকর্মী ও যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল।

পুরো বিমানপথে মেঘের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে এমন ভয়ংকর অস্থিরতা আমি বিশ্বের আর কোথাও দেখিনি, তিনি লিখেছেন। নিখোঁজ বিমানবাহিনীর সদস্যদের বাবা-মা আশা করেছিলেন, তাঁদের সন্তানরা এখনও জীবিত। তাঁদেরই একজন জোসেফ ডুনাওয়ে। তাঁর মা, পার্ল ডুনাওয়ে ১৯৪৫ সালে একটি মর্মস্পর্শী কবিতায় নিখোঁজ সন্তানের কথা লিখেছিলেন।বিমানবাহিনীর নিখোঁজ সদস্যরা এখন কিংবদন্তি। এই হাম্প পুরুষরা জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। জঙ্গল, পাহাড় এবং বর্ষার সঙ্গে লড়াই করে কাটিয়েছে সারাদিন-রাত। বিমান ঘিরেই তাঁদের পুরো পৃথিবী। তাঁদের কথা শোনা, বিমানে নিয়ে যাওয়া, বিমান সারানো, কিম্বা অভিশাপ দেওয়া বন্ধ করেনি। তবুও তাঁরা কখনওই ক্লান্ত হননি বিমানগুলিকে চীনের দিকে যেতে দেখে, হোয়াইট বলেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ যা ভারতের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তার আবহে আকাশপথের এই অভিযানগুলি নিঃসন্দেহে ছিল অত্যন্ত সাহসী। 'দ্য হাম্প' সংগ্রহশালার পরিচালক ওকেন তাইয়েং বলেন, দুর্গম পাহাড়, অরুণাচল প্রদেশের মানুষ ক্রমশ জড়িয়ে পড়েন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাটকীয়তা, বীরত্ব, এবং মর্মান্তিক পরিণতিতে। সে কাহিনী খুব বেশি মানুষের জানা নেই।

ভারতে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৪০ টাকাতে নামিয়ে আনার চেষ্টা

কলকাতা ঃ ভারত সরকারের ক্রেতা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব রোহিত কুমার সিং বলেছেন, জানুয়ারির মধ্যেই প্রতি কিলো পেঁয়াজের দাম ৪০ টাকার নিচে নিয়ে আসতে পারবে সরকার। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মি. সিং জানিয়েছেন ওই লক্ষ্যে পেঁাছানোর আগে কোনভাবেই পেঁয়াজের প্রতি কিলোর দাম ৬০ টাকার ওপরে উঠতে দেবে না সরকার। যদিও দিল্লিতে পেঁয়াজের দাম ৮০ টাকাতে উঠে গিয়েছিল। মি. সিংয়ের কথায়, কেউ বলছেন যে পেঁয়াজের দাম ১০০ টাকাতে পৌঁছে যেতে পারে। তবে আমরা বলছি দাম কিছুতেই কিলোপ্রতি ৬০ টাকার ওপরে উঠতে দেব না। আজ গড় পেঁয়াজের গড় দাম ছিল ৫৭.০২ টাকা প্রতি কিলো। তবে ৬০ টাকার ওপরে উঠবে না দাম।

ভারতের বাজারে যাতে পেঁয়াজের দাম নাগালের মধ্যেই থাকে, তাই কেন্দ্রীয় সরকার গত সপ্তাহের শেষে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভূটানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, রপ্তানি বন্ধ করার একটা কারণ ছিল খরিফ ফসল উঠতে বিলম্ব হওয়া। এছাড়াও তুর্কি আর মিশরের মতো অন্য যেসব বড় পেঁয়াজ রপ্তানিকারক দেশ আছে, তারাও রপ্তানির ওপরে বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। ওই দেশগুলি পেঁয়াজ রপ্তানির ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ করার ফলে ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানির বাড়তি চাহিদা তৈরি হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

হঠাৎ করে পেঁয়াজ রপ্তানির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ভারতের সব থেকে বড় পেঁয়াজ উৎপাদক রাজ্য মহারাষ্ট্রে কৃষক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। মঙ্গলবারও মহারাষ্ট্রের শিরডিতে কৃষকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। শনিবার থেকে পেঁয়াজের পাইকারি বাজারে কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে সোমবার থেকে আবারও চালু হয়েছে পাইকারি বাজার। নাসিকের পেঁয়াজ বাজারের ব্যাপারী হীরামণ পরদেশী বলছেন যে, গত সপ্তাহের গোড়ায় কুইন্টাল প্রতি (১০০ কেজি) চার হাজার টাকা দাম পাচ্ছিলেন কৃষকরা। রপ্তানি বন্ধের নির্দেশের পরে একদিনেই সেই দাম পড়ে গিয়ে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা প্রতি কুইন্টাল দাঁড়িয়েছিল। দাম হঠাৎই অতটা পড়ে যাওয়ায় কৃষকরা আমাদের কাছে পেঁয়াজ বিক্রি করছিলেন না। কিন্তু সোমবার থেকে আবারও কেনাবেচা শুরু হওয়ায় দাম উঠেছে। এখন দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা কুইন্টাল প্রতি দাম পাচ্ছেন কৃষকরা, জানাচ্ছিলেন মি. পরদেশী।

নাসিকে বিবিসির সহযোগী সাংবাদিক প্রভীন ঠাকরে বলছিলেন এবার পেঁয়াজ চাষের ক্ষতি হয়েছে আবহাওয়ার কারণে। তার কথায়, খরিফ মরসুমের শুরুতে বৃষ্টি কম হয়েছে। তখনও ক্ষতি হয়েছে ফসলের। তারপরে হঠাৎই শিলাবৃষ্টি হল। এর ফলে নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যেই যে ফসল বাজারে চলে আসার কথা ছিল, তাতে অনেক দেরী হল। আবার অনেক কৃষকের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে গেছে। তারা বাড়তি খরচ করে ফসল তুলছেনই না, ক্ষেতেই ফেলে রেখে দিয়েছেন, জানাচ্ছিলেন মি. ঠাকরে।

নাসিকের পেঁয়াজ ব্যবসায়ী হীরামণ পরদেশী বলছেন মঙ্গলবার থেকে সরকারি সমবায় সংস্থা জাতীয় কৃষিপণ্য সমবায় বিপণন ফেডারেশন বা ন্যাফেড আর জাতীয় ক্রেতা সমবায় ফেডারেশন বা এনসিসিএফ বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনতে শুরু করেছে।

ওই দুই সংস্থা কুইন্টাল প্রতি ২২ শো থেকে আড়াই হাজার টাকা দর দিচ্ছে কৃষকদের।

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয় বলছে এ বছর মোট ৫.১০ লক্ষ টন পেঁয়াজ কেনার লক্ষ্য নিয়েছিল। তার পরে সেই লক্ষ্য আরও বাড়িয়ে সাত লাখ টন করা হয়েছে।

বাড়তি দুই লক্ষ টন যে পেঁয়াজ কেনা হচ্ছে, তার মাধ্যমেই দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে সরকার। মন্ত্রক বলছে যে কোনও এলাকায় পেঁয়াজের দাম বাড়ছে জানতে পারলেই সেখানে পেঁয়াজ বাজার ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

তারা বলছে, সরকার যে পেঁয়াজ কিনে রেখেছে, তা নিয়মিতই বাজারে ছাড়া হচ্ছে। খোলা বাজারে যেমন যাচ্ছে সেই পেঁয়াজ, আবার ক্রেতাদের কাছে সরাসরিও বিক্রি করা হচ্ছে। শিল্প-বাণিজ্য মহল মনে করছে আগামী বছর ভারতে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে তা থেকে সরকার-বিরোধী ক্ষোভ জন্মাতে পারে মানুষের মনে।

তাই একদিকে যেমন পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করার নির্দেশ জারি হয়েছে, তেমনই বাড়তি পেঁয়াজ কিনে ধীরে ধীরে তা দেশের বাজারে ছাড়া হচ্ছে যাতে দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে।

শিল্প-বাণিজ্য বিশ্লেষক প্রতিম রঞ্জন বসুর কথায়, পেঁয়াজ এমনই একটা ফসল, যেটা রাজনৈতিক ভাবে খুবই সংবেদনশীল ফসল, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। এর আগে পেঁয়াজের অতিরিক্ত দামের কারণে সরকার পড়ে যেতেও দেখা গেছে। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভোটের আগে সরকার চেষ্টা করবে পেঁয়াজের দাম যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, বলছিলেন মি. বসু।